শ্রীচৈতন্য চরিত।

মূল্য ৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচরিত।

প্রথম অধ্যায়।

জন্মবিবরণ।

১৪০৭ শকে (ইংরাজী ১৪৮৫ অব্দে) ফাল্গুণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সিংহরাশি সিংহলগ্নে সন্ধ্যাকালে শুভ মুহূর্ত্তে নবদ্বীপে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। চৈতন্য দশমগর্ভের শেষ সন্তান। কথিত আছে, তিনি ত্রয়োদশ মাস গর্ভে থাকিয়া ঠিক চন্দ্রগ্রহণের সময় ভূমিষ্ঠ হয়েন। তাই প্রেমিক কবি কৃষ্ণদাস বলেন, যে, যথন অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের উদয় হইল, তথন সকলঙ্ক আকাশের চাঁদে আর প্রয়োজন কি? তাই রাহু সে চাঁদকে গ্রাস করিল। সন্তানের অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া পিতা মাতা ত আনন্দসাগরে ভাসমান হইবেনই, কিন্তু এক্ষেত্রে দর্শক মাত্রেই সন্তানের মনোহর দেবশ্রী ও সুলক্ষণ সমূহ দর্শনে তাঁহাকে অলোকসামান্য পুরুষ বলিয়া স্থিরনিশ্চয় পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল।

শিশুর অদ্ভুত লক্ষণ সমূহ ও অপূর্ব্ব ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করিয়া তদীয় মাতামহ নবদ্বীপের তৎকালীন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর রাখিলেন।

প্রতিবেশিনী কামিনীকুল কাঁচাসোনার ন্যায় তাঁহার গৌরকান্তি দেখিয়া এবং হরি বলিবামাত্র ক্রন্দন কালেও তিনি হাসিয়া উঠিতেন বলিয়া তাঁহাকে গৌরহরি নামে আদর করিত বৃদ্ধাগণ ডাকিনী যোগিনীর ভয়ে তাঁহার

মাই রাখিয়াছিল। ফলতঃ এই তিন নামেই তিনি সম্বোধিত

বাল্যলীলা।

অতি শৈশব অবস্থায় অন্নপ্রাশনের দিন যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ইঁহাকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, কথিত আছে যে, তাহার মধ্যে ভাগবত গ্রন্থ লইয়া ইনি খেলা করিয়াছিলেন। আবার শিশুকালে ইনি যখন কাঁদিতেন তখন স্ত্রীলোকগণ হাততালি দিয়া হরি হরি বলিবামাত্র ইনি ক্রন্দনের বিষয় বিস্মৃত হইয়া হাসিতে হাসিতে তাহাদের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। ইঁহার এই শৈশবক্রীড়া রমণীদিগের মধ্যে একটি আন্দোলন কৌতুক ও আমোদের বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছিল।

গৌরাঙ্গ ক্রমে শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সুন্দর দেহের সুন্দরতর লাবণ্য পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিল, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার তাঁহার বাল্যকালীন চঞ্চলতা, অস্থিরতা ও দুষ্টামি ভাবও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি প্রতিবাসীদিগের গৃহে যাইয়া বড়ই উৎপাত করিতেন, এবং গোকুলে কৃষ্ণের বাল্যলীলাবৎ চৈতন্যও নবদ্বীপে স্নেহের আবদার, প্রীতির উৎপাত, ক্রীড়ার অত্যাচার এবং ঈশ্বরিকতার আভাস দেখাইয়া সকলকে একদিকে বিরক্ত ও রুষ্ট এবং অপরদিকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন।

একদিন একজন অতিথি তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণ ভাত রাঁধিয়া পাতে ঢালিয়া যেই মাত্র চক্ষু মুদিয়া ইষ্ট দেবতাকে নিবেদন করিতে বসে অমনি চৈতন্য তাহা খাইয়া ফেলেন। এইরূপে বার বার তিন বার ঘটিল: তিনবার অন্ন রন্ধনের পর ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিল যে তাহার ইষ্টদেবতাই এই বালগোপালের বেশে অন্নভোজন করিতেছেন। তখন সে স্তবস্তুতি করিয়া সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিল।

নিমাই আর একদিন ঘরের ঠাকুরগুলিকে ভূমিতলে ফেলি স্বয়ং সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট হইয়া ছিলেন। শচীদেবী পূজা করিতে ছেলের কাণ্ডকারখানা দর্শনে বালকের কেমন এক আকর্ষণী শা অবাক্ হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ নিমাই কাহাকেও ভয় করিতে । কেবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে দেখিলে নারব হইয়া থাকিতেন। তিনিও কনিষ্ঠ ভ্রাতার সুমহৎ লক্ষণ সমূহ দেখিয়া বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন, কোন কথা বলিতেন না।

এই বাল্যকালেই গঙ্গাতটে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীর সহিত চৈতন্যের বাল্যপ্রণয়ের সঞ্চার হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে সুনয়নে দেখিয়া উভয়ে প্রণয় পাশে বদ্ধ হয়।

পাঠ্যাবস্থা।

জগন্নাথ মিশ্র যথাসময়ে পুত্রের উপযুক্ত বয়স দেখিয়া তৎকালপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট নিমাইকে ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। দৈববলে বলীয়ান ক্ষণজন্মা বালক চৈতন্য পাঠকালীন যাহা একবার শুনিতেন তাহা আর বিস্মৃত হইতেন না। বিশেষতঃ তিনি অসাধারণ বুদ্ধিবলে এবং অলোকসামান্য প্রতিভাগুণে অল্পকাল মধ্যেই একজন মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার জনক জননী, চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ অল্পবয়সে জ্ঞানলাভপূর্ব্বক সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া, কনিষ্ঠ পুত্রের অসাধারণ জ্ঞানোন্নতির কথা শ্রবণে আশঙ্কিত হইয়া তাঁহার বিদ্যাভ্যাস বন্ধ করাইয়া দিলেন। পরিশেষে চৈতন্যের নির্ব্বন্ধাতিশয্য দর্শনে ও প্রতিবাসীদিগের অবিরত উত্তেজনা ও ভৎর্সনায় তাঁহাকে টোলে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন।

এই সময় চৈতন্যের যজ্ঞোপবীত হয়। উপবীত ধারণের পর নিমাই প্রত্যহ যথাবিধানে বিষ্ণু পূজা করিতেন। বংশের মুখোজ্জ্বলকারী ভক্তপুত্রের কল্যাণে তাঁহার পিতামাতারও ধর্ম্মে অধিকতর আস্থা জন্মে।

ঙ্গর পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে বাসুদেব ম নামক তর্কশাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ গর গ্রামে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিলে পর চৈতন্য তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ছাত্ররূপে পরিগণিত হন। ক্রমে নিমাই আপনার অলৌকিক প্রতিভাগুণে সাহিত্য, কাব্য, শ্রুতি, স্মৃতি, জ্যোতিষ দর্শন প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। কিন্তু ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রেই তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি অসাধারণ বুদ্ধি গুণে ও যুক্তিকৌশলে নানাবিধ তর্কজাল বিস্তার করিয়া সহধ্যায়ীদিগকে সততই এরূপ মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তুলিতেন যে, সকলেই তাঁহাকে ভবিষ্যতে একজন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত স্বরূপে দেখিতে পাইবে বলিয়া আশা করিত।

বিবাহ ও অধ্যাপনা।

চৈতন্যের অগ্রজ শান্তস্বভাব বিশ্বরূপ সংসারের কোলাহলময় কার্য্যক্ষেত্র ছাড়িয়া হরিপ্রেমের নির্জ্জনবাসে পূজা অর্চ্চনা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠাদিতে সময় অতিবাহিত করিতেন। মিশ্রমহাশয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের যৌবনকাল সমাগত দেখিয়া তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে যুবা একেবারে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোপনে উদাসীন বেশে তীর্থ পর্য্যটনার্থ চলিয়া যান। পরে ইনি শঙ্করারণ্য সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হন।

এই ঘটনায় জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া নিরন্তর বিলাপ করিতেন। নিমাই নিজে ভ্রাতৃশোকে সন্তপ্ত হইলেও প্রিয়বাক্যে ও যথানুরূপ সেবা শুশ্রূষা দ্বারা পিতামাতার শোকদগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে শোককাতর জগন্নাথ মিশ্র ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন; তখন শচীদেবী যে কিরূপ দুঃসহ শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব? স্বামী আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইলেন, উপযুক্ত পুত্র নিরুদ্দেশ হইলেন, একমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান

লইয়া সংসার চালাইতে হইবে, অথচ তাদৃশ বিষয় বিভবও নাই; কাজেই নানাবিধ দুশ্চিন্তায় রমণী হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তখন গৌর বিধিবিধানে পিতৃশ্রাদ্ধসমাপন পূর্ব্বক সংসার ধর্ম্মপালনে মনোনিবেশ করিলেন এবং শচীদেবী যখন স্বামীশোকে আত্মহারা হইয়া কাতরস্বরে বিলাপ করিতেন ও নিজের নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণ করিয়া হৃদয়ভেদী খেদোক্তি প্রকাশ করিতেন তখন নিমাই বিধাতার বিধাতৃত্ব শক্তিতে নির্ভর করিয়া আশ্বাসবচনে বলিতেন "মা! ভয় কি? সেই অনাথ পালক দীনবন্ধুই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহারই শ্রীচরণ প্রসাদে সকল দুঃখ দূরীকৃত হইবে, মা! তুমি সেই চরণে আশ্রয় লও; আমি তোমাকে সেই দেবদুর্ল্লভ চরণ দেখাইয়া দিব।" শোকাতুরা মাতা প্রিয়তম পুত্রের সান্ত্বনায় অনেক সময় শান্ত হইতেন, নিমাইও বালস্বভাব সুলভ চপলতা চঞ্চলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত ও গম্ভীর হইয়া প্রায় সততই মাতার নিকট অবস্থান করিতেন।

এই সময় গৃহ কার্য্যের দিকে গৌরের দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, সহধর্ম্মিণী ব্যতীত সংসারধর্ম্ম পালন হয় না, গৃহিণী ব্যতীত গৃহকর্ম্ম চলে না; তখন গৌরের বিবাহে অভিলাষ জন্মিল। সেই সময় একদিন পাঠসমাপনানন্তর গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় হঠাৎ পথিমধ্যে সেই শৈশবসহচরী লক্ষ্মী নাম্নী সুন্দরী কন্যার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। বাল্যপ্রেম উথলিয়া উঠিল, উভয়ে উভয়কে দেখিয়া প্রীতিরসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন ও কথঞ্চিৎ লজ্জাবনত হইয়া পড়িলেন।

পরে শচীদেবীর আদেশানুসারে বনমালী ঘটকের ঘটকতায় ধর্ম্মপরায়ণ বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীর সহিত শুভদিনে শুভক্ষণে গৌরের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এই বিবাহের পর শচীদেবীর মনে, গৌরের সংসার ত্যাগের আশঙ্কা জনিত উৎকণ্ঠা একপ্রকার সম্যক দূরীকৃত হইল। তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন।

বিবাহের পর গৌরচন্দ্র চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নিমাই পণ্ডিতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যার গুণগরিমা শ্রবণে নানা

দিগ্‌দেশ হইতে শত শত শিষ্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট সমাগত হইল। দেশ বিদেশে নিমাই পণ্ডিতের নাম বিঘোষিত হইতে লাগিল। অনেকানেক অধ্যাপক নবীন যুবার শাস্ত্রজ্ঞানগরিমার কথা শুনিয়া তাঁহাকে তর্কে পরাভূত করিবার জন্য উপস্থিত হইতেন। কিন্তু শাস্ত্র বিচারে সম্যকরূপে পরাস্ত হইয়া অবনত মস্তকে প্রস্থান করিতেন। কাজেই গৌরচন্দ্রের জয় দুন্দুভি আরও বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ পত্র আসিতে লাগিল। তাঁহার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ সভাস্থলে বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত নিমাই চাঁদের তর্কতরঙ্গে পড়িয়া কিরূপ হাবুডুবু খাইতেন তাহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও বিমোহিত হইতেন। ফলতঃ অতি অল্পকাল মধ্যেই নিমাই পণ্ডিত একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী অধ্যাপক বলিয়া পরিগণিত হইলেন, সমাজে তাঁহার অতুল প্রতিপত্তি জন্মিল। শচীনন্দন নবদ্বীপের আপামর সাধারণের নিকট পরিচিত হইলেন। তখন লোক তাঁহাকে দেখিলে পাল্কি ও দোলা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিয়া নিজেদিগকে সম্মানিত জ্ঞান করিতেন। এমন কি মুসলমান দিগের নিকটও তিনি সমাদৃত হইয়া উঠিলেন।

এই সময় নিমাইচাঁদের সাংসারিক আয়ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল। স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র তৈজসাদি বিবিধ উপহার সামগ্রীতে তাঁহার গৃহ পূর্ণ হইয়া পড়িল। তিনিও যথাসাধ্য গরীব দুঃখী প্রতিপালন, এবং ফকির সন্ন্যাসী সেবা ও অতিথি সৎকারে তৎসমুদায় ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার অতিথি সেবা কার্য্যে তদীয় প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীদেবী বিশেষ সহকারিণী ছিলেন, তিনি স্বহস্তে রন্ধন পূর্ব্বক স্নেহ ও ভক্তি সহকারে অতিথি অভ্যাগতদিগকে সাদরে ভোজন করাইতেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, অতিথি সৎকার, পতিভক্তি, শ্বশ্রূসেবায় শচীদেবীর সাধের সংসার পরমপবিত্র ও সুখের আগার হইয়া উঠিল।

একদিন গঙ্গাপার হইবার সময় নৌকায় একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত নিমাই চাঁদের আলাপ পরিচয় হইবার পর নিমাইয়ের হস্তে একখানি পুস্তক

দেখিয়া ব্রাহ্মণ, সেই পুস্তকখানি কি, জিজ্ঞাসা করিলে নিমাই উত্তর করিলেন ইহা আমার রচিত ন্যায় শাস্ত্রের টীকা। সেই কথা শ্রবণমাত্র পণ্ডিতের মুখমণ্ডল বিষাদ কালিমায় একেবারে ম্লান হইয়া গেল। তদ্দর্শনে নিমাই তাহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমিও বহুপরিশ্রমে একখানি টীকা রচনা করিয়াছি, কিন্তু আপনার টীকার নাম শুনিলে কেহই আমার ইহা গ্রাহ্য করিবে না; সুতরাং আমার সমস্ত আশাই নিষ্ফল হইল। গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণের কাতরভাব নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বরচিত ব্যাখ্যাপুস্তক নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণ এই অপূর্ব্ব উদারতায় ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া বিস্ময়স্তিমিত-নেত্রে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে কৃতজ্ঞতাসূচক অশ্রুবারি দরদর ধারে বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি আনন্দবিহ্বলস্বরে নিমাই পণ্ডিতের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর নিমাই পণ্ডিত একবার শিষ্যমণ্ডলী সহ পূর্ব্বাঞ্চলে শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে কিছু কালের জন্য গমন করেন। রূপেগুণে মূর্ত্তিমন্ত সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত গৌরচন্দ্র গমনকালীন বেগবতী পদ্মার বিপুলগৌরব সন্দর্শন মানসে কিছুকাল তদীয় তটপ্রদেশে অবস্থান করেন। পরে তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে বিস্তর লোক তাঁহার নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যাদি শুনিয়া ও উপাধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। তাঁহার সে দেশে দুই মাসকাল অবস্থানের পর বিদায়গ্রহণকালীন সকলে যথাসাধ্য স্বর্ণ রৌপ্য তৈজস বস্ত্রাদি উপহার দিয়া তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই দেশে তপনমিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ধর্ম্মসাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, নামসংকীর্ত্তনই ধর্ম্ম সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহাতেই বোধ হয় যে, ভক্তিবীজ পূর্ব্বেই চৈতন্য চাঁদের হৃদয়ভূমে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাণ্ড জ্ঞান-বৃক্ষের বিস্তৃত শাখা কিছুকালের জন্য তাহাকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দেয় নাই।

অনন্তর নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বদেশ হইতে নানাবিধ উপহার সামগ্রী সহ

গৃহে প্রত্যাগত হইলে, শুনিলেন যে, পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী প্রাণপ্রিয়া পত্নী লক্ষ্মীদেবী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন স্বামীর বিরহশোকে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু ঘটে, কিন্তু এরূপ কিম্বদন্তীও প্রচলিত আছে যে, সর্পাঘাতে তাহার বিনাশ সাধিত হইয়াছিল। যাহা হউক স্ত্রীবিয়োগ শোকে চৈতন্যের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিলেও বাহিরে তাহা তিনি গোপন পূর্ব্বক শোকাকুলা মাতাকে ভবিতব্যের কথা জানাইয়া প্রবোধ বচনে শান্ত করিতেন।

নিমাই পণ্ডিত পুনর্ব্বার ছাত্রদিগকে যথাবিধানে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। এদিকে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইবার পর শোককাতরা জননীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে একান্ত বাধ্য হইয়া গৌরচাঁদ পুনর্ব্বার সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। শচীদেবীও পুত্রবধুর মুখাবলোকন পূর্ব্বক পূর্ব্বশোক অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইলেন।

এইরূপে নিমাই চাঁদ ছাত্রদিগের অধ্যাপনায় পণ্ডিতবর্গের সহিত তর্ক-বিতর্কে ও নানা জনসহ বহুবিধ শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিয়া কিছুকাল সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। একদিন কৌমুদী বিভাসিত রজনীতে শিষ্যবর্গসহ জাহ্নবী তটে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন এমন সময় একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাহাকে শিষ্যগণ সমীপে পরাজয় করিবার বাসনায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তিনি নিমাই পণ্ডিতের তর্কতরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া এমনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, রণে ভঙ্গদিয়া পলায়নের পথ দেখিতে লাগিলেন। পণ্ডিতের দুর্দ্দশাদর্শনে চপলস্বভাব যুবাবয়স্ক শিষ্যবৃন্দ হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। তখন গৌরচন্দ্র সেই দাম্ভিক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে নিতান্ত অপমানিত হইতে হয় দেখিয়া নিজে কুণ্ঠিত হইয়া বিনম্র বচনে প্রশংসাবাদে তাঁহাকে সান্ত্বনা ও সন্তুষ্ট করিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের সমস্ত অধ্যাপকদিগকে পরাজয় করিয়াও এক্ষণে এই যুবকের বিদ্যা ও বিনয় উভয়ের নিকট যুগপৎ পরাজিত ও হতগর্ব্ব হইয়া বিনীত ভাব ধারণ করিলেন এবং তাহাকে স্বরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শন

করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় বঙ্গীয় সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নিমাইচাঁদ অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। কিন্তু জ্ঞানগিরির উচ্চতম শিখরে উঠিয়া অসার তর্কবিতর্কের ঝঞ্জাবাতে হৃদয় কঠোর ও শুষ্ক করিয়া তুলিলেন, চপলতা ও উদ্ধত ভাব বৃদ্ধি পাইল, এবং সময় বুঝিয়া বিদ্যাভিমান ও জ্ঞানাহঙ্কার হৃদয় সিংহাসন অধিকার করিল। তখন ভক্তিপরায়ণ শ্রীবাস মুকুন্দ প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের এই জ্ঞানোন্মত্ততায় ব্যথিত হৃদয় হইয়া যাহাতে তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি কুসুম প্রস্ফুটিত হয় তজ্জন্য ভগবদ্ সমীপে প্রার্থনা করিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চৈতন্যের কৃষ্ণ-প্রেম।

চৈতন্যদেব জ্ঞানগরিমার নিবিড়বনে, কুটতর্কের ঘোর আবর্ত্তে, অহংজ্ঞানের উচ্চশিখরে, প্রতিষ্ঠালাভের সুরম্যহর্ম্মে কোথাও প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। জ্ঞানমার্ত্তণ্ডের প্রদীপ্ত তেজ, কুতর্কের অনাবৃষ্টি, অভিমানের শুষ্ক বালুকারাশি তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্রকে মরুভূমি করিয়া তুলিল, তখন তিনি শান্তি বারির অনন্ত উৎসের অনুসন্ধান হেতু লালায়িত হইয়া পড়িলেন। অভাব অনুভব করিয়া ক্রমশ অধিকতর অসুখী হইতে লাগিলেন। অবশেষে মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়া জীবনক্ষেত্রে বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিবার সূত্রপাত হইল। বোধ হইল যেন মন প্রাণ ভিন্ন-গতি অবলম্বনের জন্য উপায়ান্তর অন্বেষণ করিতেছে।

মনের এইরূপ বিপর্য্যয় অবস্থায় গৌরচন্দ্র শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পিতৃলোকের সদ্গতি বিধান উপলক্ষে গয়াতীর্থে গমন করেন। মনের অশান্তি ও অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু পথিমধ্যে গুরুতর পীড়ায় অভিভূত হইয়া পড়েন। পরে অনেক কষ্টে আরোগ্য লাভ করিয়া অবশেষে গয়াধামে

উপস্থিত হইলেন। এই খানেই চৈতন্যের জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল। তিনি যখন মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন তখন দেখিতে পাইলেন যে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুপাদ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ভক্তিভরে পূজা বন্দনা স্তবস্তুতি করিতেছেন, কাহারও কাহারও হৃদয়ের ভক্তিস্রোত প্রেমাশ্রুরূপে নয়নপথে বিগলিত হইতেছে; তদ্দর্শনে চৈতন্যের চিরসঞ্চিত ভক্তি প্রস্রবণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, তিনি হৃদয়ের অন্তস্থলে অভূতপূর্ব্ব অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন; যাঁহার পদারবিন্দ সন্দর্শনে ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত হইল, তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মিল, নয়নে অবিরল বারিধারা বহিতে লাগিল। আহা! সেই বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে উন্মুক্ত শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-উৎস জাত প্রেমতরঙ্গেই কালে সমস্ত বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল।

কুমারহট্ট (হালিসহর) নিবাসী ভক্তিপরায়ণ ব্রহ্মচারী ঈশ্বরপুরীর সহিত এই বিষ্ণুপাদ মন্দিরে যথা সময়েই গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ হয়। ঈশ্বরপুরী, মাধবচন্দ্র পুরী নামক পরম ভক্ত প্রাচীন বৈষ্ণব সাধুর একজন প্রিয়শিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরী নিঃসঙ্গ বৈরাগীর বেশে বৃন্দাবনেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন এবং প্রেমোন্মত্ত ভাবুক বৈষ্ণব রূপে ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়া যান।

এদিকে চৈতন্যদেব একেত ভক্তির মধুর আস্বাদন পাইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তদুপরি দেবমন্দিরের ধর্ম্মানুষ্ঠান, তীর্থযাত্রীদিগের ধর্ম্মোৎসাহ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া প্রেমপিযুষপানে অধিকতর ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন; তাহার উপর আবার ভক্তিগতপ্রাণ ঈশ্বরপুরীর সহিত ভগবদ্‌প্রেমের হৃদয়স্পর্শী আলোচনায় একেবারেই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। নিমাই কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পানে জীবন উৎসর্গ করিবার বাসনায় তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া রীতিমত দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং গুরুকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ঐকান্তিক মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, গুরুর কৃপায় যেন সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসমান থাকিতে পারেন। ঈশ্বর-

পুরীও প্রেমোন্মত্ত গৌরকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গনে পরিতৃপ্ত হইলেন, উভয়ের প্রেমাশ্রুতে উভয়ের অঙ্গ অভিষিক্ত হইল।

মন্ত্রগ্রহণের পব চৈতন্যদেব আরও কিছুদিন গয় ক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন। কেহ কেহ বলেন এই স্থানেই নিত্যানন্দ অবধূতের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। একদিন গৌরাঙ্গ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ভাবে বিহ্বল হইয়া "কোথা কৃষ্ণ দেখা দাও" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে অধিকতর উন্মত্ত প্রাণে ধূলায় ধূসরিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার এই উন্মত্ত প্রেমাবেশ, বিষম বিরহ ব্যাকুলতা দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রবোধ বচনে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব উদাসভাবে উত্তর করিলেন যে, তোমরা ফিরিয়া যাও, আমি আর সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিব না, যেখানে আমার প্রাণনাথের দেখা পাইব সেইস্থান অন্বেষণ করিব। একদিন তিনি শেষরাত্রে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ দেখা দাও মোরে" বলিতে বলিতে মথুরার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর দৈববাণীবৎ কোথা হইতে কে যেন বলিয়া দিল 'বৎস! এখন তুমি ফিরিয়া যাও. এখন তোমার গমনের সময় উপস্থিত হয় নাই, তুমি লোকনিস্তারের মুখ্য উপায় স্বরূপ প্রেমভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে ব্রত সাধন কর; ব্রহ্মাণ্ডময় প্রেমভক্তি কীর্ত্তিত হউক।" এই দৈববাণী শ্রবণে তিনি আর গমন করিতে পারিলেন না। শিষ্য-বর্গসহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। শুনা যায় প্রত্যাবর্ত্তন কালীন "কানাইয়ের নাটাশালা" নামক গ্রামে তাঁহার ভগবদ্দর্শন লাভ হয় এবং তাঁহার বিগলিতপ্রায় মন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্নাকারে গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান দ্বাবিংশতি বৎসর মাত্র।

গৌরাঙ্গ যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন যেন আর সে নিমাই পণ্ডিত নাই; পাণ্ডিত্যের অভিমান, জ্ঞানের গরিমা, শাস্ত্রাভিজ্ঞতার জ্বলন্ত মূর্ত্তি, তর্কপ্রিয়তার জীবন্ত উচ্ছাস সমস্তই যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে,

মুখশ্রী, কথাবার্ত্তা, ব্যবহার, চক্ষের দৃষ্টি যেন আর একরূপ ধারণ করিয়াছে। বিরহ ব্যাকুলতার সুস্পষ্ট চিহ্ন বদনমণ্ডলে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। মানসিক ভাব ও বাহ্য আকৃতিতে স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল যেন অন্তরে ঔদাস্যের অগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রবৎসলা জননী শচীদেবী সে সকল দিকে লক্ষ্য না করিয়া সন্তানকে পাইয়াই আনন্দিত হইলেন। প্রতিবাসী বন্ধু-বান্ধব গণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন, তিনিও সকলকে যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা প্রণাম সম্ভাষণ করিলেন।

ভক্তির নবোচ্ছ্বাস।

যাঁহারা দেশ প্রত্যাগত চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলে পর তিনি বিষ্ণুভক্ত কতিপয় সাধুসহ কৃষ্ণপ্রেমের তত্ত্ব কথা লইয়া গোপনে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তীর্থক্ষেত্রে যাইয়া তাহার মনের ভাব কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরত প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্রেমের আবেশে দেহে কম্পন, রোমাঞ্চভাব, বিহ্বলতা, ব্যাকুলতা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে শ্রীমান্ পণ্ডিতাদি ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, এই অসামান্য ভক্তিরলক্ষণ, অভূতপূর্ব্ব ভাব সমষ্টি দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ইঁহার উপর ভগবানের কৃপা-দৃষ্টি পড়িয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্যচাঁদ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কাতর কণ্ঠে সকলকে বলিলেন বন্ধুগণ! অদ্য তোমরা স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাও, কল্য শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে সকলে উপস্থিত হইও, আমি তোমাদিগের নিকট প্রাণের কথা ব্যক্ত করিব। এই বলিয়া তিনি সকলকে বিদায় দিয়া নির্জ্জনে প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া "হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ"! রবে উন্মত্ত ভাবে প্রাণের বিরহজ্বালা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শচীমাতা পুত্রের এইরূপ বিসদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া নিতান্ত শঙ্কিত হইলেন এবং পুত্রের কোন উৎকট পীড়ার উপক্রম

ঘটিয়াছে ভাবিয়া একমনে ঠাকুর দেবতার নিকট মানসিক করিতে লাগিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতের পুষ্পোদ্যানে এক ঝাড় কুন্দ ফুলের গাছ ছিল বলিয়া প্রতিদিন প্রাতে প্রাচীন বৈষ্ণবগণ তথায় পুষ্পচয়ন উপলক্ষে একত্রিত হইয়া নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতেন। সেইখানে শ্রীমান্ পণ্ডিতের মুখে চৈতন্যের বৈরাগ্য ও ভক্তির লক্ষণ সমূহের কথা অবগত হইয়া সকলেই আনন্দিত মনে "হরিবোল" বলিয়া উঠিলেন। শ্রীবাস বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমাদের গোত্র বৃদ্ধি হউক!" সমস্ত ভক্তবৃন্দের মধ্যে এই আনন্দ সমাচার প্রচারিত হইল।

যথাসময়ে শুক্লাম্বরের গৃহে ভক্তবৃন্দের সমাগম হইল। বিশেষ কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইল না বটে কিন্তু সকলকে একত্রে দেখিবামাত্র গৌরচন্দ্র ভাবে বিভোর হইয়া "কৃষ্ণ কোথায়" বলিয়া গৃহের একটি খুঁটিকে এমনই জড়াইয়া ধরিলেন যে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গও ভূতলশায়ী হইলেন। চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই গৌরচন্দ্র চেতনা লাভ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং হায়! আমার জন্ম বৃথা গেল, অমূল্যধন পাইয়াও নিজদোষে তাহা হারাইলাম এই বলিয়া পুনরায় ভূমিতলে লুটাইতে লাগিলেন। একবার জ্ঞান হয় আবার অচৈতন্য হইয়া পড়েন। এইরূপ প্রেমাবেশে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইল।

এই কথা সমস্ত নবদ্বীপের মধ্যে পরিকীর্ত্তিত হইল। ইহা এক অপূর্ব্ব নূতন ব্যাপার—এরূপ দৃশ্য, এমন প্রেম বিহ্বলতা, এমন বিরহ ব্যাকুলতা কেহ কখন দেখেন নাই। কাজেই, নগর মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতে লাগিল। সাধারণে গৌরাঙ্গদেবকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিল। ফলতঃ এহেন জ্ঞানবান গম্ভীরপ্রকৃতি তার্কিক-চূড়ামণি নিমাইপণ্ডিত হরিবিরহে ব্যাকুল হইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া বেড়াইবেন, ইহা সকলেরই কল্পনার অতীত।

বিদ্যাবিলাস সমাপন।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের প্রবর্ত্তনায় গৌরাঙ্গদেব পুনারায় শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্রদিগের অধ্যাপনার জন্য উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি প্রেমে বিভোর, তাঁহার পড়াইবার প্রবৃত্তি কোথায়? নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল, কিরূপে আর ছাত্রদিগকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনাইবেন? সুতরাং সে দিন ছাত্রদিগের পড়াশুনা আর কিছুই হইল না।

পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া নিমাই পণ্ডিত ছাত্রদিগের অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করিলেন, কিন্তু ভাবে মগ্ন হইয়া, সূত্র বৃত্তি টীকা সমস্ততেই হরিনাম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বলিলেন যে, হরিপদে যাহাদের মতি নাই তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা কর্ম্মভোগমাত্র, হরিভক্তি ভিন্ন কেহ কখন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না; সুতরাং তোমরাও সেই অমূল্য চরণ ভজনা কর। ছাত্রগণ এই অভিনব ব্যাখ্যা শ্রবণে ও অধ্যাপকের অপূর্ব্ব ভাবভঙ্গী দর্শনে বিস্মিতনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পরদিন পুনরায় তাহারা পাঠার্থ সমাগত হইলে চৈতন্যদেব বর্ণসিদ্ধি ধাতুসূত্র প্রভৃতির ব্যাখ্যাস্থলে শ্রীকৃষ্ণের রূপক বর্ণন করিতে লাগিলেন। তখন ছাত্রগণ নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট আসিয়া সমস্ত প্রকাশ করিল। তিনি ছাত্রগণের অভিযোগ শুনিয়া সেই দিবস অপরাহ্ণে চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন বৎস! তুমি ভাগ্য ফলে উপযুক্ত অধ্যাপক হইয়াছ। অধ্যাপনা, ব্রাহ্মণগণের একটি সুমহৎ ব্রত, তুমি কিজন্য তাহা অবহেলা করিতেছ? আমার অনুরোধ তুমি তাহা পরিত্যাগ না করিয়া ছাত্রদিগকে মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা দান কর। তাঁহার অনুরোধে নিমাই পণ্ডিত পুনরায় অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিবেশী রত্নগর্ভ আচার্য্যের ভক্তিপ্রণোদিত অথচ সুস্বরবিশিষ্ট ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিয়া তাঁহার শরীরে অশ্রুকম্প পুলকাদি নানা ভাবের

আবির্ভাব হইল, তিনি প্রেমে অভিভূত হইয়া কিয়ৎকাল মধ্যেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন ছাত্রগণ বুঝিলেন নিমাই পণ্ডিত মর্ত্ত্যের দূষিত বাষ্পরাশি ছাড়াইয়া স্বর্গের বিশুদ্ধ সমীরণপথে উপস্থিত হইয়াছেন, সুতরাং আমরা ইঁহার মাহাত্ম্য এখন আর কি বুঝিব ?

যাহা হউক পরদিন পুনরায় তাহারা উপস্থিত হইয়া গুরুকে বলিতে লাগিল, প্রভো! আপনার এখন সকল ব্যাখ্যাই হরিকথাময়, আপনার নিকট সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই সেই হরিভক্তিবর্ণনা ; কিন্তু আমরা নিজ-দোষে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। গৌরচন্দ্র ছাত্রবৃন্দের কথায় পরিতুষ্ট হইয়া সরলপ্রাণে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—প্রিয়-বৎসগণ! হরিকথা ভিন্ন আর কিছু আমার মুখে আসে না, আমি সর্ব্বদাই যেন এক অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতেছি, প্রাণের ভিতব সর্ব্বদাই তাঁর কথা আন্দোলিত হইতেছে, তিনি ভিন্ন জগতে বলিবাব শুনিবার ভাবিবার আর কিছুই দেখিতে পাই না, তাই তোমাদের নিকট এই নিবেদন অদ্য হইতে আমাকে তোমরা বিদায় দাও, আমি আর পড়াইতে সমর্থ হইব না। এই বলিয়া সজলনেত্রে পুঁথি বন্ধ করিলেন। ছাত্রগণও গুরুবিচ্ছেদে কাঁদিয়া উঠিল, চৈতন্য হরিধ্বনিতে মাতাইয়া তাহাদিগের এক একজনকে ক্রোড়ে লইলেন এবং প্রাণভরিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সজলনেত্রে বলিতে লাগিলেন বৎস! তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, তোমরা সর্ব্বদা হরিনামামৃত পান কর, কৃষ্ণের কৃপায় তোমাদের মুখে সর্ব্বশাস্ত্র স্ফূর্ত্তি পাইবে।

এইরূপে চৈতন্যের অধ্যাপনালীলা সমাপ্ত হইল, তিনি ছাত্রদিগকে হরিসঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত করিলেন। চৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তনলীলা আরম্ভ হইল।

পাঠক! এই সময় আমরা একবার ভক্তচূড়ামণি যবনকুলপাবন হরিদাস ঠাকুরের পরিচয় প্রদানার্থ সংক্ষেপে দুই চারিটি ঘটনা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব।

যবন হরিদাস।

হিন্দুকুলবিদ্বেষী মুসলমান সম্রাটদিগের রাজত্ব কালে কাফের হত্যায় পুণ্য-সঞ্চয় ও সম্মাননাবৃদ্ধি জ্ঞানকারী যবনদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিদাস কিরূপে পরম ভগবদ্ভক্ত হইয়া উঠিলেন তদ্বিষয় মনোমধ্যে আলোচনা করিলেও বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে হয়। শান্তিপুর অঞ্চলে বুড়ন গ্রামে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাকে দেখিলে কথনও কেহ মনে করিতে পারিতেন না যে, ইনি জাতিতে মুসলমান। পবিত্র হরিপ্রেমপিযুষে ইহার দেহমন শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভগবানের কৃপায় জন্ম হইতেই ইহার হৃদয়ে হরিভক্তির বীজ বপিত হইয়াছিল, ক্রমশঃ সৎসঙ্গের করুণাবারি সিঞ্চনে ও নাম মাহাত্ম্যের সুবাতাসে তাহার হৃদয় অধিকতর উর্ব্বর হইয়া উঠে; সুতরাং যথাসময়ে সেই হরিভক্তির বীজ অঙ্কুরিত, পরিবর্দ্ধিত ও পল্লবিত হইয়া মহাভক্তির বিশাল মহীরুহস্বরূপে তাহার মনপ্রাণ সমস্তই অধিকার করে। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও ভগবদ্ভক্তির অপূর্ব্ব পিযুষপান তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব হইয়া উঠে। ঐকান্তিকী প্রেমগুণে হাস্য, ক্রন্দন, স্বেদ, কম্প, পুলকাদি লক্ষণ সকল তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইয়া মহাভক্তির ভাবাবেশ হইত। শান্তিপুরের অনতিদূরবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামের সন্নিকটস্থ বেনাপোলের কানন মধ্যে এক কুটিরের ভিতর হরিপদ ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিতেন। বৈষ্ণবকুলতিলক অদ্বৈতের সহিত তাঁহার প্রথম মিলন হয়। এই সম্মিলনে তাঁহারা উভয়েই পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ ভদ্র সকলেই হরিদাসের ভক্তি প্রাবল্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য ও শ্রদ্ধা করিত।

যবনকুলে জন্মলাভ করিয়া মুসলমান রাজার শাসনাধীনে কাফের হিন্দুর ধর্ম্মাচরণ করিতেছে শ্রবণ করিয়া তথাকার কাজি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং তাহার নিবারণ সত্ত্বেও হরিদাস তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে না শুনিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিল। এই সংবাদ শ্রবণে তদ্দেশস্থ ধার্ম্মিক হিন্দুমাত্রেরই মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল।

হরিদাস নবাবের দরবারে আনীত হইলে নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন হরিদাস! তুমি বহুভাগ্যফলে যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেন কাফেরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে? পরলোকে কিরূপে তুমি অব্যাহতি পাইবে? অতএব কল্‌মা পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত কর। হরিদাস মায়ামুগ্ধ নবাবের কথায় ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন "ঈশ্বর সকলেরই এক, তিনিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন। কোরাণে বা পুরাণে সেই এক পরমার্থতত্ত্বই বিবৃত আছে। তিনি নিত্য, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী; কাহারও প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিলে তাঁহাকেই দ্বেষ করা হয়। তাঁহার ইচ্ছায় সকলের অবস্থা বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে, তিনি আমাকে যেরূপ লওয়ান আমি সেইরূপই করি; তাঁহারই ইচ্ছায় আমি এই কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ। ইহাতে আমার যদি দোষ থাকে তাহা হইলে স্থায় বিচারে আমাকে শাস্তি দিতে পারেন।

নবাব হরিদাসের বিশ্বপ্রেমমূলক জ্বলন্ত সত্য কথায় বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু কাজি বলিল, খোদাবন্দ! এ ব্যক্তি বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইলে অন্যান্য মুসলমানদিগকেও ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া স্বপথে আনিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং ইহাকে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক। নতুবা ঐ কাফের কল্‌মা পড়িয়া শুদ্ধ হউক। তখন নবাব পুনরায় হরিদাসকে বলিলেন যে, তুমি আপনার জন্মানুযায়ী ধর্ম্মশাস্ত্র ভজনা কর, নতুবা দণ্ড পাইতে হইবে।

হরিদাস নির্ভীকস্বরে উত্তর করিলেন, ঈশ্বর ভিন্ন কেহ কাহাকেও শাস্তি দিতে পারে না। স্বীয় কর্ম্মানুসারেই লোকে দণ্ডভোগ করিয়া থাকে, দণ্ডদাতা উপলক্ষমাত্র। সুতরাং বৃথা দণ্ডের ভয়ে আমি হরিনাম পরিত্যাগ করিব না, এমন কি যদি আমার দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়, মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্যুত হয়, তাহা হইলেও সেই ছিন্ন মুণ্ডের শতখণ্ড রসনা হরিনামামৃত পান করিতে বিরত থাকিবে না।

হরিদাসের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার নির্ভীকতা সন্দর্শনে নবাব বিস্মিত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় কাজির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন এক্ষণে তবে কি করা কর্ত্তব্য ? কাজি উত্তর কবিল, ইহাকে বাইশ বাজারের প্রত্যেক স্থানে প্রহার করা হউক, তাহারই ফলে ইহার প্রাণদণ্ড ঘটিবে। তাহাতেও যদি এ ব্যক্তির জীবন নাশ না ঘটে তাহা হইলে বুঝিব যে, এ ব্যক্তি যাহা বলে তৎসমুদায় সত্য।

অনন্তর পাইকগণ হরিদাসকে বাজারে বাজারে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। অবিচারে নিরপরাধীব উপর এতাদৃশ নির্য্যাতন দেখিয়া সাধারণে নবাব ও বিচারকের উপব অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিল, কেহবা দয়াপরবশ হইয়া পাইকদিগকে মিনতি কবিতে লাগিল, কেহবা নিতান্ত ক্রোধ বশত তাহাদের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। কিন্তু হরিদাসের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—হরিনাম স্রোতে নিমগ্ন থাকিয়া ধীরভাবে শান্তচিত্তে সমস্তই সহ্য করিতে লাগিলেন। এই সংসারে মানব জন্ম ধারণ করিয়া যিনি একবার হরিনামের আস্বাদন গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন তিনি পার্থিব সুখদুঃখকে তৃণবৎ জ্ঞান কবেন। তাঁহার মন সুখেও কোনপ্রকার মত্ত হয় না এবং দুঃখেও উদ্বিগ্ন হয় না। সুতরাং হবিদাসের আবার ভয় ভাবনা কোথায় ? তবে কেবল অর্থের দাস পাইকগণ অকারণে অপরাধী হইতেছে তজ্জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া দয়াময়ের নিকট তাহাদের অপরাধ মুক্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বাইশ বাজাবের প্রহার সহ্য করিয়াও হরিদাস জীবিত রহিলেন দেখিয়া যবনদিগের মনে আশঙ্কা জন্মিল ; তাহাবা ভাবিল, বুঝিবা কোন পীর আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, নতুবা এত প্রহারেও কেই বা অকাতর থাকিতে পারে ? এই ভাবিয়া তাহারা ভয়রুদ্ধস্বরে বিনম্রবচনে হরিদাসকে বলিল যে যদ্যপি তিনি এইরূপে জীবিত থাকেন তাহাহইলে কাজিসাহেব তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিবে। তাহাদের সেই কাতরোক্তি শুনিয়া হবিদাস সহাস্য বচনে উত্তর করিলেন "আমার জীবন থাকিলে যদ্যপি তোমাদের অমঙ্গল হয়তাহা-হইলে আমি নিজ জীবন বায়ু রোধ করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি এমনই গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন যে, সকলেই স্থির করিল যে, তাঁহার মৃত্যু ঘটি-য়াছে। তখন তাহারা তদবস্থায় তাঁহাকে নবাবসমীপে উপস্থিত করিলেন।

তিনি তাঁহাকে গোর দিবার জন্য আদেশ করিলেন। কিন্তু কাজি বলিল যে তাহা হইলে ইহার সদ্গতি হইবে, অতএব এই কাফেরধর্ম্মাবলম্বীকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য। তখন কাজীর যুক্তিমতই কার্য্য সমাধা হইল। যোগনিরত হরিদাস গঙ্গাবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে নবাবকে দেখিয়া সহাস্যবদনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন নবাবের সমস্ত দেহতন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল, তিনি বিনীতবচনে মিনতিস্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন আপনার শত্রু মিত্র ভেদাভেদ নাই, আপনিই প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, এক্ষণে আপনি যেখানে ইচ্ছা বাস করিতে পারেন; যদি অভিমত হয় তবে এই গঙ্গাতীরে গোফার মধ্যে অবস্থিতি করুন।

অতঃপর হরিদাস উচ্চৈস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ফুলিযাগ্রামে গমন করিলেন। তত্রত্য ব্রাহ্মণেরা হরিদাসকে সমাগত দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং সকলে মিলিয়া উচ্চৈস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। হরিগুণগান শ্রবণে হরিদাস প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা তাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলে তিনি বলিলেন, বিপ্রগণ! ঈশ্বরনিন্দা শ্রবণ করিয়া এই ফল ভোগ ঘটিল, ইহা আমার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। দয়াময়ের ইচ্ছায় লঘু দণ্ডে গুরুপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম।

রামায়ণের পদ্য অনুবাদক কবিবর কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়াগ্রামে হরিদাসের আশ্রম ছিল। তত্রত্য পাষণ্ডকুল হরিদাসের উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে বিরক্ত হইয়া উঠিত ও মহাবিষ্ণুর শয়ান কালে উচ্চৈস্বরে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেশে অমঙ্গল ঘটিবে বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক বড়ই গণ্ডগোল করিত। একদা হরিনদীগ্রামের দুষ্টবুদ্ধি এক ব্রাহ্মণ হরিদাসকে বৃথা তর্কে জব্দ করিব ভাবিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি যে বৃথা উচ্চরবে সকলকে বিরক্ত কর ইহার বিধান কোন্ শাস্ত্রে আছে? হরিদাস উত্তর করিলেন যে, শাস্ত্রের বিধান আপনারাই ভালরূপ অবগত আছেন, আপনাদেরই নিকট শ্রবণ করিয়াই আমি যৎকিঞ্চিৎমাত্র শিখিতে যত্ন করিয়াছি। হরিনাম জপ করিলে নিজে—

রই পুণ্য সঞ্চিত হয়, কিন্তু হরিসঙ্কীর্ত্তনে শ্রোতা পর্য্যন্ত পুণ্যলাভ করে; যাহারা হরিনাম জপিতে অক্ষম তাহারাও এই হরিগুণগান শুনিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে। সুতরাং এক্ষণে নিজকে প্রতিপালন করা এবং নিজের সঙ্গে অপরকেও পোষণ করা এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। অতএব আপনাকে আমি আর কি জানাইব। এইবার ব্রাহ্মণ বিফলমনোরথ হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, এতদিনে শাস্ত্রের উক্তি পূর্ণমাত্রা ছাড়াইয়া চলিল, কলিতে শূদ্রের বেদপাঠের কথা আছে, এখন দেখিতেছি যবনে শাস্ত্র-কর্ত্তা হইয়া উঠিল, যবন হরিদাস দর্শন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে বসিল; হায়! বেদপথ সমস্ত নষ্ট হইল, ভণ্ডামি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এতচ্ছ্রবণে হরিদাস ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক হরিগুণগান করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হরিদাসের কঠোর ব্রতাচরণ আমাদের পক্ষে বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। একজন লোক আহার নিদ্রা শৌচাচমন সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া অবিরত ২৪ ঘণ্টাকাল জপ করিলেও দেড়লক্ষ হরিনাম জপ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু হরিনামগতপ্রাণ হরিদাসের হৃদয়চক্র হরিনাম কীর্ত্তনে এমনই অভ্যস্ততা ও তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিল যে, তাঁহার সমস্ত দেহযন্ত্র প্রতি গতিতেই যেন হরির মধুমাখা নাম উচ্চারণ করিত। তিনি আঁখিতারার সঞ্চালনে, শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবহমানে, শোণিতের গতিতেও যেন সেই হরিনাম শুনিতে পাইতেন।

সংসারে পরশ্রীকাতর হিংসাপরায়ণ পামরের অভাব নাই। তাই হরিদাসের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার মানসে রামচন্দ্র খাঁ নামক নিকটস্থ কোন জমীদার কুমন্ত্রণা প্রণোদিত করিয়া এক বেশ্যাকে তদ্‌ সমীপে প্রেরণ করে। বেশ্যা হরিদাসের তপস্যাকুটিরের দ্বারদেশে সমাগত হইয়া মনোভিলাষ পূরণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু হরিনামের অবিশ্রান্ত বারিধারায় যাঁহার চিত্তমন্দির সতত সুপরিষ্কৃত রহিয়াছে, আবর্জ্জনাস্তূপবিলাসী কৃমিকীট কি তাহা নিজেদের বাসস্থান করিয়া

লইতে পারে ? কাজেই মায়াবিনী প্রলোভনের বলে স্বকার্য্য সাধনের পথ না পাইয়া নিজমুখে পাপকাহিনীর প্রস্তাবে অগ্রসর হইলে হরিদাস বলিলেন "আমার জপ শেষ হউক তাহার পর তোমার কথা শুনিব।" ক্রমে রাত্রি অবসান হইল তথাপি জপ আর সাঙ্গ হয় না; অগত্যা পাপিনী কুলটা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পরদিন সন্ধ্যাসময় আবার আসিয়া সে জপ সমাপ্তি প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং বিদ্রূপচ্ছলে নিজেও ২১ বার হরিনাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। সে দিন হরিদাস তাহাকে বলিলেন, "কাল তুমি বৃথা অপেক্ষায় বড় কষ্ট পাইয়াছ। ভাল, অদ্য সম্ভবতঃ তোমার আশা পূর্ণ হইতে পারে।" আশা প্রতীক্ষায় কপট হরিনাম জপের সহিত ভক্তির ভাণ দেখাইয়া পবিত্র হরিমন্দিরের দ্বারদেশে সে রাত্রিও অতিবাহিত হইয়া গেল। তথাপিও হরিদাসের জপ সাঙ্গ হইল না। বেশ্যা নিতান্ত নিরাশহৃদয়ে ফিরিয়া যায় এমন সময় হরিদাস তাহাকে বলিলেন "দেখ, আমি কোটি নাম জপের ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, বোধ হয় কল্যই তাহা শেষ হইবে অতএব আগামী কল্য সম্ভবতঃ তোমাকে আর ফিরিতে হইবে না।" সে হৃদয়ে আশা বাঁধিয়া তৃতীয় বার কুটিরদ্বারে আসিয়া সে রাত্রিও প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একাকিনী বসিয়া কৃত্রিম ভক্তির ছলনাসহ কপট হরিনাম জপের কৌতুক দেখাইতে আরম্ভ করিল। আহা! হরিনামের এমনি মহিমা, সঙ্গগুণের এমনি মাহাত্ম্য যে, কৃত্রিম জপের মধ্যে ভক্তির ভাণের মধ্যেও সেই পাপিয়সী কেমন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িল এবং সেই কপটতার মধ্যেও কেমন এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। ক্রমে যামিনী অতিবাহিত হইল, কিন্তু রমণীর আর সেস্থান পরিত্যাগের বাসনা নাই, সে আর গৃহে গমন করিতে চাহে না। তখন পাপকর্ম্মচিরাভ্যস্তা কুলটার পাপক্রিয়া-সমূহ স্মরণপথে উদিত হইতে লাগিল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, হরি-দাসের চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

হরিদাস বলিলেন, দেখ, তোমার দুরভিসন্ধি বুঝিয়া আমি এস্থান পরি-

ত্যাগ করিয়া যাইতাম, কেবল তোমাকে হরিনামামৃত পান করাইবার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলাম। এক্ষণে তুমি যদ্যপি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাও, তবে পাপার্জ্জিত সমস্ত ধন যথোপযুক্ত পাত্রে বিতরণপূর্ব্বক এই কুটীরে আসিয়া পতিতপাবন হরিনামব্রত গ্রহণ কর। এই উপদেশ দিয়া হরিদাস তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বেশ্যাও সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করিয়া একবস্ত্রা অবস্থায় হরিনামসাধনে জীবন অর্পণ করিল।

হরিদাস সেস্থান হইতে সপ্তগ্রামের মধ্যবর্ত্তী চান্দপুর (বর্ত্তমান নাম বোধ হয় চন্দনপুর) নামক স্থানে উপনীত হইলেন। তত্রত্য মজুমদার হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাসের গৃহে পণ্ডিতদিগের এক সভা হয়, তথায় হরিদাস হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কালে তিনি বলিয়াছিলেন, হরিনাম সাধনের সামগ্রী, তর্কের বিষয় নহে। ইহার সাধনার দ্বারাই অজ্ঞানতা দূরীকৃত, মোহপাশ ছিন্ন ও হরিপদে প্রেমোদয় হয়।

তথা হইতে হরিদাস শান্তিপুরে আগমন করেন। অদ্বৈত আচার্য্য ইঁহার সহিত গীতা ভাগবতাদি পাঠ ও ধর্ম্মালাপে জীবন যাপন করিতেন এবং ইঁহাকে গঙ্গাতীরে পূর্ব্বকথিত গোফার মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক প্রীতিভরে প্রত্যহ আপন গৃহে আহার করাইতেন। তত্রত্য ব্রাহ্মণ ভক্তমাত্রেই হরিদাসকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি ও মান্য করিত; তিনিও বিনয়নম্রবচনে সকলকে পরিতুষ্ট করিতেন।*

হরিসঙ্কীর্ত্তনারম্ভ।

নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিলে ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ বা ভবিষ্যতের ভাবনায় অন্যত্র বিদ্যাশিক্ষার্থে গমন করিল, কেহবা গুরুর সহিত ধর্ম্মপথের পথিক হইল। তখন শচীনন্দন শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া একত্রে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। হরিনাম শুনিয়া অপরাপর বৈষ্ণবগণ

---

* ইঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ চৈতন্যচাঁদের লীলাবর্ণনার সময় যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই গৌরাঙ্গের অলৌকিক ভক্তিভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং এহেন দেবদুর্লভ ভক্তের আবির্ভাবে নবদ্বীপ পবিত্র হইল।

বৈষ্ণবপ্রবর অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তগণ মুখে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দগদ্গদস্বরে সকলকে বলিলেন "কল্য আমি কোন স্থানে গীতার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিষণ্নচিত্তে শয়ন করিয়া চিন্তা করিতেছিলাম এবং সেই সময় কোথা হইতে যেন স্বপ্নাদেশ হইল যে, এতদিনে তোমার আশালতায় ফল ফলিয়াছে, তোমার আরাধনা পূর্ণ হইয়াছে। দেবদুর্লভ হরিনাম মর্ত্তে আসিয়াছে, জগতে ভক্তির উৎস উদ্ঘাটিত হইয়াছে। শীঘ্রই গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনিতে পাইবে।" স্বপ্নাদেশ শুনিয়াই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সম্মুখেই দেখিলাম শ্রীবিশ্বম্ভর! এই বলিয়াই অদ্বৈতাচার্য্য আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং ভক্তগণ একত্রে হরিসঙ্কীর্ত্তন স্বরূপে এই কথা ঘোষণা করিতে করিতে গঙ্গা স্নানে চলিয়া গেলেন।

নিমাই পণ্ডিত বিদ্যাবুদ্ধি বিচার তর্ক পাণ্ডিত্য অধ্যাপনা সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়াছেন শুনিয়া খ্যাতিলুব্ধ অধ্যাপকবর্গ স্ব স্ব উন্নতির পথ অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইল ভাবিয়া প্রফুল্ল হইলেন। বিদ্যাভিমানী নৈয়ায়িকগণ নিমাই পণ্ডিত ন্যায়শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করিয়াও সামান্য বৈষ্ণব দিগের সহিত মিশিয়াছেন শুনিয়া নিজদিগকে অপমানিত ভাবিয়া বিরক্ত হইলেন এবং বামাচারী শাক্তগণ নিমাই চাঁদের ভক্তি মোহ শুনিয়া হৃদয়ের নিতান্ত দৌর্ব্বল্য ভাবিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

সাধুসেবা ও নিত্যসঙ্কীর্ত্তন।

গৌরাঙ্গদেব শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবদিগের গঙ্গাস্নানের সময় তাঁহাদের যাতা-য়াতের পথে যথাযোগ্য সেবা করিতে লাগিলেন। স্নানের সময় তিনি কাহারও বা বস্ত্র নিংড়াইয়া শুষ্ক বস্ত্র হাতে দণ্ডায়মান থাকিতেন, কাহারও বা পূজার সামগ্রী গঙ্গামৃত্তিকা কুশাদি যোগাইয়া দিতেন, কোন দিন কাহারও বা ফুলের

সাজি বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, এইরূপে তিনি ভক্ত দিগের সেবা আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণও নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া নিবারণ করিতেন, বৃদ্ধ বিশ্বম্ভর নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না, কাজেই তখন তাঁহারা কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেন যে, শাস্ত্রজ্ঞানে যেমন সকলকে পরাজিত করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলে সেইরূপ হরিভক্তিগুণে পাষণ্ড দলন করিয়া ঘরে ঘরে হরিনামপ্রচারে কৃতকার্য্য হও।

ভক্তির বিচিত্র ভাবরসে ক্রমশঃ গৌরাঙ্গের প্রেমোন্মাদের লক্ষণ দেখা দিল। তাঁহার কখন ক্রন্দন, কখন হাস্য, কখনবা ভূমিতে লুণ্ঠন প্রভৃতি ভাব অবলোকন করিয়া শচী মাতা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। প্রতিবেশীগণ সন্তানের বায়ুরোগ জন্মিয়াছে, বলিয়া শচীমাতাকে উপদেশদানচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, ঠাকুরাণী ! তোমার পুত্রের বায়ু রোগ জন্মিয়াছে প্রত্যহ নারিকেল জলের বন্দোবস্ত কর, গাত্রে শিবাঘৃত ও মস্তকে বিষ্ণুতৈল মাখাইয়া স্নান করাও, তাহাহইলে ঊর্দ্ধ বায়ু নামিয়া যাইয়া সমস্ত আরোগ্য হইয়া যাইবে। সরলমতি শচীদেবী এই দিশাহারা অবস্থায় যে যাহা বলে তাহাই করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সুফল ফলিল না দেখিয়া মহা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পরে লোক পাঠাইয়া শ্রীবাসকে ডাকাইয়া আনিলে তিনি শচীদেবীকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, ইহা তোমার পুত্রের রোগ নহে, দেবদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি ; সাধারণে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তুমি কোন চিন্তা করিও না, এই অলৌকিক সন্তানে ভগবানের লীলারহস্য অনেক দেখিতে পাইবে। শ্রীবাসের কথায় শচীমাতা অনেক সান্ত্বনা লাভ করিলেন বটে কিন্তু অন্তরের আশঙ্কা কিছুতেই বিদূরিত হইল না।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর গৌরাঙ্গদেব গদাধরকে সমভিব্যাহারে লইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। উভয়ের সম্মিলনে প্রবল আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল ; তখন আচার্য্যের প্রেমালিঙ্গনে ঘন ঘন হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে চৈতন্যের মূর্চ্ছা জন্মিল। বৃদ্ধ অদ্বৈত চন্দ্রও সুযোগ বুঝিয়া মনের সাধে ষোড়শোপচারে তাঁহার চরণ পূজা করিতে

লাগিলেন। তদ্দর্শনে গদাধর জিহ্বা দংশনপূর্ব্বক বিস্ময়ভরে চাহিয়া রহিলেন। অদ্বৈত সহাস্যবদনে বলিলেন গদাধর তুমি বালক মাত্র ইহার মর্ম্ম কি বুঝিবে? এদিকে চৈতন্য চাঁদও মূর্চ্ছাভঙ্গের পর বৃদ্ধ আচার্য্যকে বিনীতভাবে অভিনন্দন পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন, এবং বৃদ্ধের অনুরোধ ক্রমে ভক্ত বৃন্দের সহিত কীর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন। আচার্য্যও প্রেম পরীক্ষার জন্য শান্তিপুর গমন করিলেন।

অনন্তর বৈষ্ণবকুলসহ গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। একে একে সকলের পরস্পর বন্ধুত্ব জন্মিল। গৌরাঙ্গ সকলেরই প্রিয়তম হইয়া বন্ধুমণ্ডলী মাঝে বিরাজ করিতে লাগিলেন। যামিনী সমাগত হইলেই হরিভক্ত বন্ধুগণ শচী-মাতার গৃহে উপস্থিত হইয়া কোন কোন সময় ভাবের উত্তেজনায় সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এই সময় গৌরচন্দ্রের অভূতপূর্ব্ব অলোকসামান্য কীর্ত্তনাবেশ সন্দর্শনে বিষ্ণুভক্ত নরনারী মাত্রেই মুগ্ধ, বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। এবং গৌরের প্রেমোন্মত্ততায় সকলের চিত্তপট বিভাসিত হইয়া ক্রমশঃ সংক্রামতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সময় শচীদেবী পুত্রকে আর বড় সামান্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন না, তাঁহার অলৌকিক ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন।

কিয়দ্দিবস পরে শ্রীবাসপণ্ডিতের ভবনে ভক্তগণ প্রতি সন্ধ্যাকালে গৌরাঙ্গ সনে সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংসারসুখাসক্ত নিদ্রাপ্রয়াসী প্রতিবেশী বিষয়ীগণ রাত্রিকালে কীর্ত্তনের উচ্চ চিৎকারে প্রেমোন্মাদের তাণ্ডব নৃত্যে একান্ত বিরক্ত, রুষ্ট ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া এইরূপ জনরব তুলিল যে, বৈষ্ণবদিগকে বন্দী করিবার জন্য নবাবের আদেশ মত সরকার হইতে দুইখান নৌকা আসিতেছে, শীঘ্রই শ্রীবাসাদিকে ধৃত করিয়া চালান দিবে।

নিতান্ত সরলচিত্ত বৈষ্ণবগণ জনরবে বিশ্বাস করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। চৈতন্যদেব ইহাদিগকে সাহস দিবার জন্য অঙ্গে চন্দন লেপন গলদেশে পুষ্পমাল্য সংস্থাপন ও সুন্দর বস্ত্রপরিধান পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দসহ গঙ্গা পুলিনে নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং তথা হইতে শ্রীবাস ভবনে

সমাগত হইয়া উৎসাহ বচনে বলিলেন শ্রীবাস! নবাব কর্ত্তৃক ধৃত হইবার ভয় এখনও যদ্যপি তোমার হৃদয়ে থাকে তাহা হইলে আমি তোমাকে বলিতেছি যে, নবাবের লোক তোমাকে ধরিতে আসিলে আমি অগ্রে রাজদ্বারে গমন করিব এবং নবাব কাজি সকলকেই হরিভক্তিতে কাঁদাইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তনে মাতাইয়া তুলিব, তাহাদের পশুপক্ষী হয় হস্তী সকলেই ভক্তিভরে মত্ত হইয়া উঠিবে।

কথিত আছে, গৌরাঙ্গদেব ভক্তবৃন্দের মন হইতে রাজশাসনের বিভীষিকা দূর করিবার অভিপ্রায়ে রাজক্ষমতাকে যে হরিভক্তিতে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতে পারিবেন তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীবাসের ভ্রাতুস্পুত্রী চারিবর্ষ বয়স্কা নারায়নী নাম্নী বালিকাকে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে' কাঁদিবার জন্য আদেশ করিলেন এবং তাঁহার ভক্তি সংক্রামিত করিবার অলৌকিক শক্তিগুণে বালিকা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কেমন এক ভাবের উচ্ছ্বাসে জ্ঞানহারা হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন গৌরাঙ্গদেব তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। এই বালিকা নারায়ণীই "চৈতন্যভাগবত" রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাসের জননী।

এইরূপে বৎসরাবধি কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। কৃষ্ণভক্তগণ ক্রমশঃ সহায়তা পাইয়া ও গৌরাঙ্গের উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া অধিকতর সাহসী হইয়া উঠিলেন। বিদ্বেষীর দলও ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। যাহারা রহিল তাহারাও হীনপ্রভাব হইয়া ক্রমশঃ নতমস্তক হইয়া পড়িল।

ভক্ত সম্মিলন।

নিত্যানন্দের সমাগম।

বীরভূম অঞ্চলের সাঁইথিয়ার সন্নিকটস্থ একচাকা গ্রামে সৎস্বভাব দয়াশীল হাড়ওঝার ঔরসে ধর্ম্মপরায়ণা পদ্মাবতীর গর্ভে চৈতন্যের জন্মদিনের কিছু পূর্ব্বে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। জনক জননীর একমাত্র পুত্র নিত্যানন্দ

তাঁহাদের বড়ই স্নেহের সামগ্রী ছিল। একদিন হঠাৎ এক সন্যাসী তাঁহাদের গৃহে অতিথি হইয়া তাঁহাদের সেই একমাত্র পুত্র সেই অঞ্চলের নিধি নিত্যানন্দকে কিছুকালের জন্য তাঁহার সঙ্গে রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। অতিথি-সেবাতৎপর গৃহস্থ, হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। স্ত্রী পুরুষে ধর্ম্মের অনুরোধে হৃদয়ের ধন সন্তানকে বিদায় দিয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন এবং বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক হাহাকার রবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন. তাঁহাদের হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে কাষ্ঠ পাষাণও যেন দ্রবীভূত হইয়া গেল। তাঁহারা পুত্রশোকে বহুকাল পর্য্যন্ত অন্নজল ত্যাগ করিয়া পাগল পাগলিনীর ন্যায় কোনরূপে জীবন ধারণ করিয়া রহিলেন। অহো! তথাপি কিন্তু অতিথি সৎকারে বিমুখ হইলেন না ধর্ম্মের নামে সমস্তই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন।

এদিকে বালক নিত্যানন্দ সেই সন্ন্যাসী সনে নানাতীর্থ পরিভ্রমণানন্তর মথুরাধামে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। মাধবপুরী নামক পরমভক্ত ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রণয় জন্মিয়াছিল। নিত্যানন্দ এই মথুরা বাস-কালীন নবদ্বীপে চৈতন্যের ভক্তি লীলার কথা লোকমুখে অবগত হইয়া তথা-হইতে এখানে আসিয়া সমুপস্থিত হন।

অবধূত নিতাইচাঁদ নন্দন আচার্য্যের ভবনে আসিয়াছেন শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গ বন্ধু বান্ধব সহ তাঁহার নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন, তেজঃ-পুঞ্জকলেবর নিত্যানন্দের বদনমণ্ডলে ভক্তির উৎসাহ রেখা ও তপস্যাসঞ্চিত পুণ্যের দীপ্তি বিকাশ পাইতেছে। গৌরাঙ্গের উপস্থিতি মাত্র নিত্যানন্দ ক্ষণকাল সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তাঁহারই রূপ মদিরা পান করিতে লাগিলেন। গৌর প্রেমভরে প্রগাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। উভয়ের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। সেই সময় শ্রীবাস ঘন ঘন ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্লোক শুনিয়া নিত্যানন্দের প্রেমোন্মত্ততা আরও বাড়িয়া উঠিল। দুইটি বেগবতী স্রোতস্বতীর সম্মিলন কালে যেমন প্রচণ্ড তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত হইয়া উঠে এবং পরে দুইটি স্রোত একত্রে মিলিত হইয়া প্রবলবেগে

সাগরাভিমুখে গমন করে, গৌর নিত্যানন্দের সম্মিলনেও তদ্রূপ সংঘটিত হইল। ভক্তবৃন্দ প্রেমোন্মত্ত গৌর নিতাইকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, বিশ্বম্ভরের প্রেমলীলায় নবদ্বীপ টলমল করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অনন্তর পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয়ের পর সকলে হরিগুণগান করিতে করিতে নিত্যানন্দসহ শ্রীবাস ভবনে গমন করিলেন। সেখানে প্রেমোন্মত্ত ভক্তবৃন্দের ভক্তির অদ্ভুত বিলাস এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিল। নিতাই শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের গৃহিনী মালিনী-দেবী মাতার ন্যায় শিশুতুল্য অবধূতকে আহার করাইয়া দিতেন।

পরে ব্যাসপূজা উৎসব উপলক্ষে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া শ্রীবাস ভবনে নৃত্য কীর্ত্তন পূজা ভোগ পানভোজনাদি চলিয়াছিল। গৌর স্বহস্তে ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রসাদ নৈবিদ্যাদি বিতরণ করেন। এমন আনন্দকালে অদ্বৈতকে না পাইয়া শচীনন্দন সপরিবারে বৃদ্ধ অদ্বৈতকে আনিবার জন্য রামাই পণ্ডিতকে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিত্যানন্দের আগমন বার্ত্তা তাঁহাকে জ্ঞাপনের জন্য বলিয়া দিলেন।

যথাসময়ে সপরিবারে অদ্বৈত গোসাঞী নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যচরণে প্রণত হইলেন। গঙ্গা যমুনা স্বরস্বতী একত্রে মিলিত হইল এবং যবন হরি-দাসের উপস্থিতিতে এই সম্মিলিত ভক্তিতরঙ্গের বেগ বৃদ্ধি পাইল। ভক্তসমাজ ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এক সময়ে সুখবিলাস মধ্যে অবস্থিত অথচ ভক্তিপরায়ণ প্রেমিকশ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাহ্যিক সৌখিনতা ও বিলাসিতা দেখিয়া মাধবমিশ্রের পুত্র গদাধর ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হন। পরে তাঁহার ভক্তিমর্য্যাদা বুঝিয়া অপরাধ ভঞ্জনের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে মন্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। এই সময় ইঁহারা আসিয়াও চৈতন্যের ভক্তসমাজে সম্মিলিত হইলেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই মুরারি, হিরণ্য, গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়নন্দন, জগদা-নন্দ, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, কাশীশ্বর, নারায়ণ, রাম, বাসুদেব, গরুড়াই, গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান, সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর,

ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়াদি নানাভক্তজনে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন।

নিশীথ সঙ্কীর্ত্তন।

উত্তরোত্তর ভক্তদলের পরিপুষ্টি ও তাহাদের জ্বলন্ত উৎসাহ দেখিয়া রাত্রি কেন বৃথা গত হয় বলিয়া নিশীথে সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। এই সময় হইতে মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ, করতালের সহিত প্রকাশ্য-ভাবে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কোনদিন শ্রীবাসের গৃহে, কোন দিন বা চন্দ্রশেখরের বাটীতে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কখন কখন গৌরাঙ্গের নিজ-ভবনেও এইরূপ কীর্ত্তন হইত। ভিতরে প্রমত্তচিত্ত ভক্তগণ মনের সাধে সঙ্কীর্ত্তন করেন, বাহিরে পাষণ্ডগণ দ্বার খোলা না পাইয়া অপবাদ রটনা করিতে লাগিল, গুপ্ত ব্যভিচারিতা বলিয়া ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল। চাপাল গোপাল নামক একজন ভ্রষ্টাচারী দুষ্টবুদ্ধি ব্রাহ্মণ একদা সঙ্কীর্ত্তন গৃহের দ্বার-দেশে জবাফুল, মদ্যভাণ্ড, সিন্দুর, রক্তচন্দনাদি বামাচারীদিগের পূজার সামগ্রী সমূহ রজনীযোগে রাখিয়া আসিয়া ভক্তদিগের উপর নানাবিধ কলঙ্কের আরোপ করে। কথিত আছে, সেই অপরাধে এই ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করে, পরে শ্রীচৈতন্যের প্রসন্নতালাভে মুক্তি-প্রাপ্ত হয়।

গৌরাঙ্গের দরবার।

ভক্ত বৈষ্ণবদিগের মনে ক্রমশঃ বিশ্বাস জন্মিল যে, কলিযুগে নাম মাহাত্ম্য প্রচার জন্য ভগবান সাঙ্গোপাঙ্গ সহ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, নিতাই বলরাম, অদ্বৈত মহাদেব, শ্রীবাস নারদঋষি, হরিদাস ব্রহ্মা, মুরারীগুপ্ত হনুমান ইত্যাদি। এই অবতারলীলা বিশ্বাস করিয়া ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যকে ভক্তিভরে পুষ্পমাল্য চন্দনাদি দ্বারা সজ্জিত করিতেন, এবং নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া পরম চরিতার্থতা অনুভব করিতেন।

এমন কি স্বয়ং নিতাই তাঁহার মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। কিন্তু ইহাতে চৈতন্যের মনে কোনরূপ তামসিক বা রাজসিক বিকার ভাবের উদয় হয় নাই। তিনি ভক্তমাত্রকেই সমাদর ও আলিঙ্গন করিতেন, অজ্ঞান গরীব অপরিচিত ব্যক্তিরাও তাঁহার নিকট আদর পাইয়া নিজদিগকে কৃতার্থবোধ করিত। তিনি থোড়বিক্রেতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীধরকে ডাকাইয়া আনিয়া উৎসবে মাতাইয়া লইলেন। খোলাবেচা শ্রীধর ইহার নাম। থোড, কলাপাত, খোলা তরকারী বিক্রয় করিয়া তিনি জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন এবং হরিনাম গানে মত্ত থাকিতেন। বাল্যকালে চৈতন্য তরকারী ক্রয় করিতে যাইয়া ইহার সহিত নানাবিধ কৌতুক আমোদের বিবাদ করিতেন। এক্ষণে ভক্তদল শ্রীধরের ভক্তি, অনুরাগ সত্যনিষ্ঠা ও সৎস্বভাব দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন।

একদিন সপ্ত প্রহরকাল ব্যাপিয়া গৌরাঙ্গের আনন্দোৎসবের তুফান বহিতে লাগিল। এই সপ্ত প্রহরিয়া মহোৎসব গৌরাঙ্গের একটি প্রকাশ্য দরবার বিশেষ। এই দরবারে ভক্তিগতপ্রাণ সাধু হরিদাস যবন বংশে জন্মিয়াও চৈতন্যের নিকট শ্রেষ্ঠ সম্মাননা, পরম সমাদর ও উচ্চাসন লাভ করিলেন। অদ্বৈত গোস্বামীও একমাত্র পবিত্রাচারী ব্রতনিষ্ঠ সুব্রাহ্মণের প্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাসকে দিয়া তাঁহার উচ্চাধিকার আরও বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। কিন্তু হরিদাস স্বীয় বিনয় নম্রতা গুণে আপনাকে দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন।

সপ্তপ্রহরিয়া মহোৎসবের পর হইতে নিত্যানন্দের প্রমত্তভাব আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি যেন সর্ব্বদাই হরিপদধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া অপর সমস্তই ভুলিয়া যাইতেন। একদিন চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াসনে একত্রে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এমন সময় নিতাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় তথায় উপস্থিত হইলেন। অনেক সময় চৈতন্য স্বয়ং নিতাইকে কাপড় পরাইয়া দিতেন। একদা শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের একখণ্ড কৌপীন গ্রহণপূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তবৃন্দকে এক এক অংশ প্রদান করিলেন এবং তাহা মস্তকে ধারণ করিতে বলিয়া যেন বৈরাগ্য উদ্দীপনার বীজ বপন করিয়াদিলেন।

ঘরে ঘরে হরিনামপ্রচার।

শ্রীগৌরাঙ্গ সময় বুঝিয়া কেবলমাত্র ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে হরিগুণগান আবদ্ধ না রাখিয়া ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচারের জন্য মনস্থ করিলেন। তিনি হরিদাস ও নিতাইকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন যে, তোমরা নবদ্বীপের ঘরে ঘরে ভিক্ষার জন্য গমন কর; প্রতি গৃহের প্রত্যেক নরনারী হরিনাম সাধন করিবে ইহাই তোমাদের একমাত্র ভিক্ষা। চৈতন্যের আদেশে আনন্দিত হইয়া হরিদাস ও নিতাই সেই দিনই নবদ্বীপের গৃহে গৃহে হরিনাম প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন এবং দ্বারে দ্বারে গমনপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তেজঃপুঞ্জকলেবর ও সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া অনেকেই ভিক্ষার সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহারা বলিলেন যে, আমরা অন্য কোন ভিক্ষা চাহি না, তোমরা হরিনাম করিবে, হরিগুণ গাহিবে, হরিপদভজনা করিবে ইহাই আমাদের একমাত্র ভিক্ষা। এই কথা বলিয়াই উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করেন। সাধুসজ্জনেরা তাঁহাদের কথা শুনিয়া, তাঁহাদের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন এবং হরিনাম ভজিবার জন্য আনন্দে স্বীকার করিলেন। কিন্তু মন্দমতি দুষ্টেরা তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল—কেহ বলিল কীর্ত্তনে আর বদমায়িশী চলে না, তাই চুরির মতলব ধরিয়াছে, ভিক্ষার চ্ছলে লোকের বাড়ীর সন্ধান লইয়া আপনাদের কাজ সমাধার চেষ্টা করিতেছে, বেটারা পুনর্ব্বার আসিলে চোর বলিয়া রাজদ্বারে চালান দিব। কেহবা তাঁহাদিগকে উত্তম মধ্যম প্রহার দিবার পরামর্শ দিতে লাগিল।

ভক্তদ্বয়ের কিছুতেই ভয় নাই, এইরূপে তাঁহারা সমস্ত দিন হরিনাম প্রচার করিয়া দিবাবসানে গৌরাঙ্গদেবকে সংবাদ দিতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম্মে শিষ্য গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক 'ধর্ম্মসম্বন্ধে সাধনা ভজনা করিয়া মুক্তিলাভের জন্য জীবন সমর্পণ করিতেন, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারবিধি হিন্দুদিগের মধ্যে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৌরাঙ্গদেবই প্রথমে

ধর্ম্মপ্রচারের পথ দেখাইয়া দিলেন, প্রচারের বিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলেন।

জগাই মাধাই।

জগাই মাধাই ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও আজন্ম কুক্রিয়ান্বিত, মদ্যপানে চিরাভ্যস্ত, গোমাংসাদি হিন্দুর অখাদ্যে পরমপ্রীত। যৌবনকালে সেই পিশাচ-প্রকৃতি পাষণ্ডদ্বয় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি, ডাকাইতি, গৃহদাহ প্রভৃতি দারুণ অত্যাচারে নবদ্বীপবাসীদিগকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ঘোরতর দুষ্কর্ম্মসাধনে পাপীর চূড়ান্ত হইয়া উঠে। অভিভাবকেরা ইহাদিগকে শাসন করিতে না পারিয়া ইহাদের চরিত্রশোধনের আশায় জলাঞ্জলি দেন। ইহারাও এক্ষণে অবাধগতিতে রাস্তাঘাটে সর্ব্বত্রই আপনাদের কলুষিত চরিত্রের ঘৃণিত ব্যবহার দেখাইতে লাগিল। এমন সময় একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস হরিনাম প্রচার করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালীন ঘোর পাষণ্ড জগাই মাধাইকে দেখিতে পাইলেন। ইহাদের পাপজীবনের ঘোরতর দুর্দ্দশা দেখিয়া এবং ভীষণ পরিণাম স্মরণ করিয়া নিত্যানন্দ পাপীদ্বয়ের উদ্ধারমানসে ভাবিলেন, যদ্যপি এই পাষণ্ডদ্বয়ের পাপময় মনের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ হই তাহা হইলে চৈতন্যের দাস বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিতে পারি। যদি ইহাদিগকে পাপচিন্তা ভুলাইয়া হরিপদ ভজনা করাইতে পারি, সুরাপান ত্যাগ করাইয়া হরিপ্রেমে মত্ত করিতে পারি, তবেই আমাদের হরিনাম প্রচার সার্থক হয়। ফলতঃ নিত্যানন্দের দয়াপ্রবণ হৃদয়ে পাষণ্ডদ্বয়ের মুক্তির জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মিল। তিনি হরিদাসের নিকট মনের কথা ব্যক্ত করিলেন। তখন উভয়ে সেই পতিত নরাধমদ্বয়ের নিকট হরিনাম প্রচারের জন্য অগ্রসর হইলেন। নিকটবর্ত্তী ভদ্রলোকগণ তাঁহাদিগকে দুর্বৃত্তদ্বয়ের নিকটে যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেদিগকে বিপদে পতিত হইতে হইবে আশঙ্কা করিয়াও পাপী উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহারা সুরাপানে আরক্তলোচন জগাই মাধাইয়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে হরিনাম ভজনের জন্য উপদেশ

দিলেন। তাঁহারা হরিকথা শুনিবামাত্র মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক চাহিয়া দেখিল যে, সম্মুখে দুইজন সন্ন্যাসবেশধারী মনুষ্য দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অমনি তাহারা ক্রোধভরে দন্ত নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস এক্ষণে ইহাদের সম্মুখে আর কোন কথায় ফল হইবে না ভাবিয়া তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু জগাই মাধাইও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইল না। অবশেষে চৈতন্যের বাড়ীর সন্নিকটে আসিয়া মাতালদ্বয় আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না, তখন তাহারা পরস্পর মারামারি হুড়াহুড়ি করিতে করিতে তথা হইতে চলিয়া গেল।

অনন্তর নিত্যানন্দ ও হরিদাস সাধুবৃন্দপরিবেষ্টিত চৈতন্যের সমীপে সমাগত হইলেন, এবং নিত্যানন্দ, গৌরচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন. প্রভো! আপনি যদ্যপি নবদ্বীপের সেই প্রসিদ্ধ পাপী জগাই মাধাইকে উদ্ধার না করেন তাহাহইলে তাহাদের গতি আর কি হইবে? আমরা তাহাদিগের নিকট হরিনাম প্রচার করিতে যাইলাম, তাহারা আমাদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য পশ্চাদ্ধাবিত হইল! বহুকষ্টে আমরা তাহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া আসিয়াছি। আপনি ভিন্ন সে হেন ঘোরতর পাপীদিগকে আর কেই বা মুক্তিপথ দেখাইয়া দিবে। এইসময় গঙ্গাদাস ও শ্রীবাস, জগাই মাধাইএর দুরবস্থার কথা সবিস্তার বর্ণন করিলেন। তখন বিশ্বম্ভর ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক নিত্যানন্দকে বলিলেন, নিতাই! তুমি যখন তাহাদের মঙ্গলচিন্তা করিতেছ, তখন জানিবে যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মুক্তির উপায়বিধান করিয়া দিবেন। ভক্তমণ্ডলী চৈতন্যের কথা শুনিয়া আনন্দভরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

এদিকে জগাই মাধাই সেই সন্ন্যাসীদ্বয়ের সন্ধানে কিছুদিন পর্য্যন্ত চৈতন্যের বাড়ীর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তথায় চৈতন্যের হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া তাহারা মদের মুখে নেশার ঝোঁকে মৃদঙ্গ মন্দিরার তালে তালে নৃত্য করিত; তাহাতে তাহাদের নেশা জমিয়া যাইত, স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা বৃদ্ধি

পাইত। তখন এইরূপ আমোদে নেশার সুবিধা হয় দেখিয়া সরলপ্রাণ মাতালদ্বয় প্রায়ই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইত। অহো! হরিগুণগানের কি মহিমা! তাহারা ক্রমশই যেন পাপচিন্তা দুষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এ এক নূতনবিধ নেশার ঝোঁকে মাতিতে শিখিল। তাহারা ভিতরে প্রবেশের সুযোগ পাইত না, তথাপি বহির্দ্দেশে থাকিয়াও সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীততরঙ্গে মিশিতে ছাড়িত না।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। পাষণ্ডদ্বয়ের নীরস অন্তরও কতক পরিমাণে আর্দ্র হইয়া উঠিল। অনন্তর একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় জগাই মাধাই তাহাদের পলাতক আসামীকে পাইয়া বিকৃতকণ্ঠে 'কে তুই? তোর পরিচয় দে' এই-বলিয়া তাঁহাকে ধৃত করিল। পূর্ব্ব হইতেই ইহাদের মুক্তির জন্য নিত্যানন্দের অভিলাষ জন্মিয়াছিল, তাহাব উপর আবার শ্রীচৈতন্যের আশ্বাসবাক্যে উৎসাহিত হইয়া সেই অভিলাষ সঙ্কল্পে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং এক্ষণে পাপীদিগকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া নিজেদের আসন্ন বিপদ বুঝিয়াও তথা হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। বরং তাহাদিগেব প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলিলেন আমি অবধুত! মাধাই তখন নেশায় চতুরঙ্গ দেখিতেছিল, সে নিত্যানন্দের কথা কিছু বুঝিতে না পারিয়া 'বেটা আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা'! এই বলিয়া সম্মুখস্থিত কলসীর কানা লইয়া নিতাইএর প্রতি নিক্ষেপ করিল। সেই কলসীর কানা সবেগে নিতাইএর মস্তকে পড়িবামাত্র মস্তক বিদ্ধ হওয়াতে অজস্র শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল। নিতাই কাতর মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, প্রভো! আমার কষ্ট হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার এই রক্ত ধারায় ইহাদের পাপরাশি যেন বিধৌত হইয়া যায়, হরিপদে যেন মতি জন্মে।

নিতাই ইষ্টদেবতা স্মরণ পূর্ব্বক একাগ্রমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মাধাই শাপ দিতেছে ভাবিয়া পুনরায় প্রহারে সমুদ্যত হইল। জগাইএর মন হরিসঙ্কীর্ত্তনের তালে তালে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, পাপ

কর্ম্মের উপর কতক বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। এক্ষণে তাদৃশ রক্তপাত দেখিয়া তাহার মনে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল, সুতরাং মাধাইকে পুনরায় প্রহারোদ্যত দেখিয়া নিজে মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মাধাইএর হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ করিল। এদিকে শ্রীচৈতন্য পথিকগণ মুখে সংবাদ পাইয়া সাঙ্গোপাঙ্গসহ তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, নিত্যানন্দ রক্তাক্ত কলেবরে পাষণ্ডদ্বয়ের সন্নিকটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র স্বীয় উত্তরীয় ছিন্ন করতঃ অবধূতের ক্ষত মস্তক বাঁধিয়া দিলেন এবং 'ব্যাপার কি' জিজ্ঞাসা করিলেন। নিতাই অকাতরস্বরে উত্তর করিলেন প্রভো! আপনি ইহাদিগের উদ্ধারের পথ মুক্ত করিয়া দিন, দৈবে রক্তপাত হইয়াছে তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না, আমার বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই, জগাই আমাকে মাধাইএর ক্রোধ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

ইহা শ্রবণ মাত্র শ্রীচৈতন্য আনন্দ ভরে জগাইকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, যাহার মনে এতদূব দয়া মায়া, যে আমার নিতাইকে রক্ষা করিয়া এতদূর পরদুঃখকাতরতা দেখাইয়াছে ভগবান তাহার মঙ্গল করুন, কৃপাময় কৃষ্ণের কৃপায় তাহার পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যাউক্, মনে প্রেম ভক্তির সঞ্চার হউক। চৈতন্যের আশীর্ব্বাদ বাক্য শুনিয়া সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং জগাইয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জগাইএর মন ইতিপূর্ব্বেই হরি সঙ্কীর্ত্তনের নেশায় কতক দ্রবীভূত হইয়াছিল, তাহার উপর আবার আত্ম প্রসাদের বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া পাপের উপর ঘৃণা জন্মিল। তখন পূর্ব্বকৃত ঘোরতর পাপানুষ্ঠানের জন্য অনুতাপানল আসিয়া তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন পরিণাম চিন্তার প্রচণ্ড ব্যাত্যা আসিয়া মন প্রাণ বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। সে বিপর্য্যয় কাণ্ড জগাই সহ্য করিতে পারিল না, আকুল হৃদয়ে বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল।

সময় বুঝিয়া নিত্যানন্দ মাধাইএর গলা জড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য মাধাই সমুদ্যতঃ হইয়াছিল তিনি কিনা সমস্ত নির্য্যাতন বিস্মৃত হইয়া প্রেমালিঙ্গনে তাহাকেই পরিতৃপ্ত করিতে-

ছেন! এ অপূর্ব্ব দৃশ্যে এ মহদ্ভাবে আর কি মাধাই স্থির থাকিতে পারে? যত বড় পাষণ্ডের যেমন কঠিন পাষাণ হৃদয় হউক না কেন এ অলৌকিক প্রেমের বিশ্বরূপী আগুণে তাহাকে গলিতে হইবেই হইবে। দুরন্ত মাধাইও আর তাহা অতিক্রম করিতে পারিল না, সে নিতাইএর চরণ তলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন গৌরাঙ্গদেব উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, যদ্যপি তোমাদের মনে পাপের জন্য প্রকৃত অনুতাপ জন্মিয়া থাকে, পাপ পরিণামের ভীষণ দৃশ্য যদি তোমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকে তাহাহইলে আর কখন পাপ কার্য্য করিবে না বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও, আমি তোমাদিগের পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপের ভার গ্রহণ করিতেছি, তোমরা ভগবানের কৃপায় মুক্তিলাভ করিবে। নিত্যানন্দও, মাধাইকে বলিলেন যে, আমি প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার সমস্ত অপরাধ দূর হউক, আমার সুকৃতি তোমায় দান করিতেছি তুমি মুক্তিলাভ কর। অভয় বাণী শ্রবণ করিয়া জগাই মাধাই গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাদের চরণতলে পতিত হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

অতঃপর চৈতন্যের আদেশ ক্রমে ভক্তগণ তাহাদের দুইজনকে সঙ্কীর্ত্তন ভূমিতে লইয়া গেলেন। গৌরাঙ্গদেব তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনেমাতাইয়া লইলেন, পরদিন সকলে ধূলিধূসরিত অঙ্গে প্রেমোল্লাসে হরি গুণ গান করিতে করিতে গঙ্গা স্নানে গমন করিলেন। ভাগিরথী তীরে জগাই মাধাইকে বিশেষ রূপে অভিষেক করা হইল। গৌরাঙ্গ তাহাদের অঞ্জলীপূর্ণ গঙ্গাজলের উপর তুলসী পত্র দিয়া বলিলেন, তোমরা এই পত্র সহ সমস্ত পাপ ভার আমার হস্তে অর্পণ কর, আমি তোমাদের পাপরাশি গ্রহণ করিতেছি। এই কথা শুনিয়া তাহাদের মুখ দিয়া কোন বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, তাহারা তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল, এবং তাহাদের নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারে অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। গৌরাঙ্গ তাহাদিগকে ভূমি হইতে তুলিয়া নিজের গলার মালা তাহাদিগের গলায় পরাইয়া দিলেন, সকলে উচ্চৈস্বরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

তদবধি গৌরাঙ্গের নাম সাধারণ সমাজে বাজিয়া উঠিল, যে সকল পাষণ্ড তাঁহার নিন্দাবাদ করিত, এক্ষণে হরিনাম মাহাত্ম্যে জগাই মাধাই এর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহারাও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল। জগাই মাধাই হরিনাম সাধনে জীবন সমর্পণ করিবে একথা কখন বিশ্বাসযোগ্য ছিল না, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া চৈতন্যের অলৌকিক হরিনাম মন্ত্রের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

জগাই মাধাই প্রতিদিন উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া লক্ষাধিক হরিনাম জপ করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বপাপ স্মরণ রিয়া অশ্রু বিসর্জ্জনে মনের আগুণ কতক নির্ব্বাপনের চেষ্টা করিল। কয়েকদিবস এইরূপ জপানুষ্ঠানের পর জগাইএর মন কতক শান্ত হইল, কিন্তু মাধাই অনুতাপানল আর কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় না দেখিয়া পুনরায় একদিন নিতাইএর পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল ঠাকুর! আমি আপনার শ্রীঅঙ্গে বিনাদোষে আঘাত করিয়া যে রক্তপাত করিয়াছি সে পাপের কি কখন নিস্তার আছে? সে অপরাধ হইতে ইহজন্মে কি কখন মুক্তিলাভ করিতে পারিব? নিতাই তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গনদান পূর্ব্বক আশ্বাস বচনে বলিলেন বৎস! শিশু-পুত্রের আঘাতে পিতা কি কখন অপরাধ গ্রহণ করে? সে জন্য তুমি এত উদ্বিগ্ন হইতেছ কেন? তবে অপরের নিকট যে সকল অপরাধ করিয়াছ তাহার মুক্তির জন্ত তুমি গঙ্গাস্নানের ঘাটে বসিয়া থাক, তথায় যাঁহারা স্নানার্থ আগমন করিবেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট বিনয়পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, তাহা-হইলে তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, তাহাতে তোমার অপরাধ ভঞ্জন হইবে।

মাধাই, নিতাইএর উপদেশ পাইয়া গঙ্গার ঘাটে বসিয়া প্রত্যেক নর-নারীর নিকট ব্যাকুলচিত্তে বিনয় সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। নবদ্বীপের নরনারীবর্গ পুরাতন পাপী মাধাইএর এহেন চরিত্র সংশোধন ও বিনয়ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল এবং মুক্ত-কণ্ঠে শ্রীচৈতন্যের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন কবিতে লাগিল। মাধাই ব্রহ্মচর্য্য

সাধনের ন্যায় গঙ্গাতীরে দিবানিশি তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত এবং সাধারণে তাহাকে পাষণ্ড পাপী বলিয়া আর ঘৃণা না করিয়া সাধক জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। গঙ্গাতটে মাধাইএর অবস্থিতি স্থান ক্রমশঃ "মাধাইএর ঘাট" বলিয়া খ্যাত হয়।

গৌরাঙ্গের নগর সঙ্কীর্ত্তন।

জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার প্রাপ্তির ঘটনায় নবদ্বীপের অধিবাসীবর্গ ঘরে ঘরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, চারিদিকে হরিনামের গগনভেদী বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। এতদ্দিন যে নাম সঙ্কীর্ত্তন কেবলমাত্র ভক্তবৃন্দের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এক্ষণে তাহা সময় পাইযা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। গৌরাঙ্গদেবেরও প্রতাপ আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন ব্রাহ্মণগণ হিংসা দ্বেষে জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়িলেন ও রাজকর্ম্মচারী বর্গ আশঙ্কিত হইয়া প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গদেব অদ্বৈতসহ সাক্ষাৎ জন্য নিত্যানন্দ সহ শান্তিপুরে গমন করিয়া তথায় অদ্বৈত ভবনে কিয়দ্দিন অবস্থানন্তর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অনন্তর একদিন নগরাধ্যক্ষ কাজি সাহেব দল বল সহ নগর পরিভ্রমণ কালে বৈষ্ণব দিগের নাম সংকীর্ত্তনের মহা কোলাহল স্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন বিষম চিৎকারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের মৃদঙ্গাদি ভগ্ন ও তাঁহাদিগকে শাসন ও উৎপীড়ন করেন এবং বলিয়া যান যে, যদ্যপি পুনরায় তোমাদিগকে এইরূপ গোলমাল করিতে দেখি তাহা-হইলে সকলকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব এবং সকলের জাতিনাশ করিব। বৈষ্ণবগণ ভয় পাইয়া প্রকাশে আর বড় বাহির হইতে সাহস করিতেন না।

এই সময় সায়েদ হোসন সাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। নবাবের আমলে স্থানীয় রাজ কর্ম্মচারীই তথাকার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, যিনি যেথানে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সেই খানেই একাধিপত্য। সুতরাং নগরের কাজী বৈষ্ণব দিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন ও তাঁহাদের হরিসঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিতে-

ছেন দেখিয়া পাষণ্ডগণ ভাবিতে লাগিল, এই বার রাজার শাসনে অন্ততঃ জাতি নাশের ভয়েও বৈষ্ণবদিগের মাতামাতি থামিবে।

কিন্তু এ বিঘ্ন বিড়ম্বনায় শ্রীচৈতন্যের উৎসাহ-বহ্নি নিষ্প্রভ হইল না; বরং আরও দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি প্রকাশ্য ভাবে রাজপথে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির করিবার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। নগর সঙ্কীর্ত্তনের কথা শুনিয়া ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল, উৎসাহে তাহাদের স্নানাহার একরূপ বন্ধ হইয়া গেল।

বঙ্গে নগর সঙ্কীর্ত্তন ইহাই সর্ব্বপ্রথম। এই সঙ্কীর্ত্তন প্রণালী চৈতন্যদেবই প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই অভিনব নগর সঙ্কীর্ত্তনের কথা প্রকাশ হইবামাত্রই নগর বাসীর গৃহে গৃহে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। নগর-বাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই এই সংবাদে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বিষ্ণুভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনের পথ আম্রশাখা, বৃক্ষপত্র, পুষ্পমালা, দীপশ্রেণী প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সংকীর্ত্তন প্রবাহের পথপার্শ্বে যাহাদের বাড়ী ছিল তাহারা সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া স্ব স্ব গৃহদ্বারে পূর্ণকুম্ভ, কদলীবৃক্ষ প্রভৃতি শুভচিহ্নাদি স্থাপন করিলেন। ফলতঃ সমস্ত নগর যেন আমোদে মাতিয়া উঠিল।

এদিকে গৌরাঙ্গদেবও কে কোন্ দলে কাহার সঙ্গে নাচিবে গাহিবে তৎ-সমুদায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সর্ব্বাগ্রে আচার্য্য গোঁসাই একদল গায়ক সহ নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইবেন, তৎ পশ্চাৎ হরিদাস ও দ্বিতীয় গায়কদল, তৎপরে তৃতীয় গায়কদল সহ শ্রীবাস পণ্ডিত। নিত্যানন্দ স্বয়ং মহাপ্রভুর সহিত একত্রে থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, চৈতন্যদেব সহাস্য-বদনে সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিলেন।

গোধুলী সময় বিবাহের বরসজ্জার ন্যায় নগর সঙ্কীর্ত্তনের দল বাহির হইল, শত সহস্র নগরবাসী আসিয়া এই অভিনব সমারোহে যোগদান করিল। সেই সময় নবদ্বীপে বিস্তর লোকের বসতি ছিল। তাঁহারা হস্তে প্রজ্জলিত মশাল লইয়া এই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে নিজেদের জয়ধ্বনি মিশাইয়া

ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণ সুসজ্জিত অবস্থায় দণ্ডায়মান হইলে পর সেনাপতির আদেশমাত্র তাহারা যেমন সংগ্রাম কৌশল প্রদর্শনে অগ্রসর হয়, তেমনিই গৌরাঙ্গদেব সময় বুঝিয়া জলদগম্ভীর স্বরে যেমন হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, অমনি দলে দলে মৃদঙ্গে ঘা পড়িল, করতাল বাজিয়া উঠিল, শত সহস্র কণ্ঠে হরিনাম প্রতিধ্বনিত হইয়া ভক্তগণের উৎসাহ শিখা অধিকতর প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। তখন মাল্যচন্দন বিভূষিত বৈষ্ণবদল হরিগুণগান করিতে করিতে রাজপথে বহির্গত হইলেন। অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীবাস তিনদলের অগ্রে অগ্রে প্রমত্তভাবে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; সকলের পশ্চাতে শ্রীগৌরাঙ্গ——মস্তকে বায়ু বিতাড়িত ভ্রমরনিন্দিত সুন্দর অলকদাম কমলনয়নে প্রাণস্পর্শী প্রেমধারা, কণ্ঠে সুবাসিত কুসুমমালা, স্কন্ধে পবিত্র যজ্ঞসূত্র, মুখে ঘন ঘন হরিনাম, দেহে অপূর্ব্ব লাবণ্যরাশি, নৃত্যভঙ্গিমায় মনোরম পদ-সঞ্চালন, উভয় পার্শ্বে প্রেমবিহ্বল নিত্যানন্দ ও গদাধর। এই অপরূপ দৃশ্য এই অপূর্ব্ব সমারোহ এই উন্মত্ত জনপ্রবাহ যেখান দিয়া গমন করিল সেই স্থানেরই লোক আসিয়া ইহার দলপুষ্টি করিতে লাগিল, যে একবার প্রাণভরিয়া তাহা দর্শন করিল তাহারই শরীর রোমাঞ্চিত, নয়ন প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল, অতি বড় পাষণ্ডেরও হৃদয় মধ্যে কি এক বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভাবোন্মত্ত ভক্তবৃন্দ হরিসঙ্কীর্ত্তনে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া গঙ্গাপুলিনের পথ দিয়া চলিলেন। ক্রমশঃই দলপুষ্টি হইতে লাগিল, বাদ্যোৎসবপ্রিয় যুবাবৃন্দ আসিয়া উৎসাহস্রোত আরও বাড়াইয়া দিল। পুরনারীবর্গও এই হরিনামের সহিত নিজেদের মঙ্গলধ্বনি মিশাইয়া লইল, নগরের গৃহে গৃহে আনন্দকোলাহলের প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল।

"তুয়ার চরণে মন লাগুহুরে শারঙ্গ ধর," এই গান ধরিয়া গঙ্গাপুলিনের পথে যাইতে যাইতে জীবন্মুক্ত "মাধাইয়ের ঘাটে" কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া সকলে কীর্ত্তন করিলেন। পরে তথা হইতে কাজীর বাড়ীর অভিমুখে কীর্ত্তনের দল অগ্রসর হইতে লাগিল। কাজি এই উত্তাল তরঙ্গসম প্রমত্ত সমারোহের

ভীষণ নিনাদে সন্ত্রস্ত হইয়া ব্যাপার অনুসন্ধানের জন্য একজন দূত প্রেরণ করিল। দূত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংবাদ দিল, খোদাবন্দ! নিমাইপণ্ডিত শত সহস্র উন্মত্ত লোকের বন্যা লইয়া এদিকে আসিতেছে, হয়তঃ সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এই কথা বলিতে বলিতে চৈতন্যের সৈন্যদল কাজির দ্বারদেশে আসিয়া সমাগত হইল, কাজি ভয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। চঞ্চলমতি বাহোৎসাহী যুবকবৃন্দ এইবার সুযোগ বুঝিয়া কাজির পূর্ব্বাত্যাচারের প্রতিশোধ স্বরূপে তাহার বাগানবাড়ী নষ্ট করিতে আরম্ভ করিল, কাজীর লোকজন আকস্মিক বিপদ বুঝিয়া নিজেরা দলের মধ্যে আসিয়া যোগ দিল ও হরিনামের আবরণে নিজেদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

চৈতন্য কাজিকে ডাকাইয়া আনিলেন। কাজী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হতবুদ্ধির ন্যায় অনিমিষ নয়নে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল। পরে মস্তক নত করিয়া নিমাই পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। গৌরাঙ্গ সহাস্য বদনে তাহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সসম্মানে তথায় উপবেশন করাইলেন এবং বলিলেন যে, আমরা অতিথিভাবে তোমাদের গৃহে আসিয়াছি, অতিথির প্রার্থনা পূরণ তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা অতিথিভাবে তোমার নিকট দুইটি ভিক্ষা চাহিতেছি, প্রথম ভিক্ষা—গাভী ভগবতী আমাদের জননী স্বরূপা, বৃষ শস্যোৎপাদনে সাহায্যকারী আমাদের পিতৃস্বরূপা, তোমরা ইহাদিগকে হত্যা করিওনা; দ্বিতীয় ভিক্ষা: আমাদের কীর্ত্তনে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইও না। কাজী বিনীত ভাবে উত্তর করিল যে, গোহত্যা আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ, সুতরাং গোরক্ষা আমার ক্ষমতার অতীত; তবে কীর্ত্তন সম্বন্ধে আমাদের কোন আপত্তি নাই, আপনাদেরই লোক আসিয়া আমাদের নিকট নানারূপ অভিযোগ করে, তাই আমরা তাহা বন্ধ করিয়া দিতে গিয়াছিলাম, এক্ষণে আমরা কেহ আর উহার উপর হস্তক্ষেপ করিব না।

অনন্তর কীর্ত্তনের দল বণিক তন্তুবায় পল্লী ঘুরিয়া, গাদিগাছা পার ডাঙ্গার ভিতর দিয়া খোলাবেচা শ্রীধরের গৃহে উপস্থিত হইল। শ্রীধরের দুইচক্ষে আনন্দধারা বহিতে লাগিল, হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, শরীর পুলকপূর্ণিত

হইল। ভক্তগণ শ্রীধরের প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত করিয়া তথা হইতে নানা স্থানে ঘুরিয়া প্রথম বারের নগর সঙ্কীর্ত্তন সমাপন করেন।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ।

চৈতন্য গৃহী হইয়াও আসক্তিশূন্য বৈরাগী ছিলেন, কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, এ পদ্মপত্রের জল অনেকের ধারণার অতীত। অতএব সাধারণ লোক শিক্ষার্থ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া আবশ্যক। এই কথা ভাবিয়া তিনি জীবের কল্যাণের জন্য পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়ার আর্ত্তনাদের মধ্যে পুত্রবৎসলা শচীমাতার হৃদয়বিদারক ক্রন্দনের ভিতরও সঙ্কল্প স্থির রাখিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য গদাধর, নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও ব্রহ্মানন্দ সহ কাটোয়ায় গমন করিলেন। চৈতন্য বিহনে নবদ্বীপে চারিদিকে হাহাকার উঠিল, আনন্দ কোলাহলময় নবদ্বীপ এখন অকূল শোক সাগরে ভাসিতে লাগিল।

কাটোয়ার গঙ্গাতটে ভারতী গোসাঞীর গৃহে পরদিন প্রাতে দীক্ষা গ্রহণের যথাবিহিত আয়োজন হইল। নিকটস্থ অধিবাসীগণ দলে দলে চৈতন্যের দীক্ষাগ্রহণ দেখিতে আসিল, চতুর্দ্দিক হরিধ্বনিতে নিনাদিত হইল। যথাকালে ক্ষৌরকার আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তক মুণ্ডন ক্রিয়া সমাধা করিল। তপ্তকাঞ্চনসম গৌরাঙ্গ দেহ অরুণ বসন পরিহিত হইয়া দেব প্রভায় উদ্ভাসিত হইল, হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু ধৃত হইয়া ব্রহ্মচারী রূপে অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর গৌরাঙ্গ স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত সিদ্ধ-মন্ত্র ভারতীকে জানাইয়া তাহাই আবার তাঁহার নিকট হইতে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহার কি নাম হইবে তাহাই কেশব গোসাঞী পরামর্শ করিতে

ছিলেন, এমন সময় দৈব বাণী হইল "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"। ১৪৩১ শকে (১৫০৯ খৃষ্টাব্দে) পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে বরিত হইলেন।

অনন্তর শ্রীচৈতন্য বন প্রস্থানের অভিলাষ করিয়া সেই সংবাদ প্রেরণ জন্য চন্দ্রশেখরকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। কেশব ভারতী চৈতন্যের সঙ্গে যাইতে সঙ্কল্পারূঢ় হইলেন। তখন চৈতন্য অবশিষ্ট বন্ধুবর্গ ও কেশব ভারতী সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বীরভূম অঞ্চলস্থ বক্রেশ্বরের বন মধ্যে বাস করিবেন ভাবিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু বক্রেশ্বর পঁহুছিতে ক্রোশচতুষ্টয় মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময় গৌরাঙ্গের মনে যেন উদয় হইল যে, স্বয়ং জগন্নাথ দেব তাঁহাকে নীলাচলে যাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন। তখন তিনি নীলাচলের উদ্দেশে পূর্ব্বাভিমুখে ফিরিয়া আসিলেন, এবং নিতাইকে এই বলিয়া নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন যে, তিনি নীলাচলে যাইবার জন্য মানস করিয়াছেন, যাইবার পূর্ব্বে ফুলিয়াগ্রামে হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে কিয়দ্দিন অপেক্ষা করিবেন, ইত্যবসরে নিত্যানন্দ যেন বন্ধুবান্ধব সহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন।

এই বলিয়া নিত্যানন্দকে বিদায় দিয়া গৌরাঙ্গদেব হরিদাসের আশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে নিত্যানন্দের মুখে শ্রীচৈতন্যের শান্তিপুরে শুভাগমনের কথা প্রকাশ হইবামাত্র সকলে নবদ্বীপ শূন্য করিয়া দলে দলে শান্তিপুরাভিমুখে প্রধাবিত হইল। শচীদেবী গৌরের গৃহত্যাগের পর দ্বাদশদিন প্রায় উপবাসী ছিলেন এক্ষণে নিত্যানন্দের আশ্বাস বচনে কতক সান্ত্বনা পাইয়া রন্ধন ও ভোজন করিলেন।

শান্তিপুরে ভক্তমেলা।

শান্তিপুরে চৈতন্যের আগমনবার্ত্তা প্রচারের পর হইতেই প্রকাণ্ড উৎসবের ন্যায় শান্তিপুর লোকে পূর্ণ হইয়া গেল, শচীদেবী পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য

শিবিকারোহণে শান্তিপুর চলিলেন, নবদ্বীপের নরনারী সকলেই চলিল যাত্রিগণের আনন্দ কোলাহলে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কেবলমাত্র চিরদুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলিশয্যায় শুইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসব্রতে পত্নীমুখ দর্শন নিষিদ্ধ। সুতরাং অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া আজ প্রাণপতির আগমন বার্ত্তা পাইয়াও তাঁহার শ্রীমুখ সন্দর্শনে বঞ্চিতা হইলেন। আহা! অভাগিনী হৃদয়ভেদী করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হায়! বিধাতা কেন আমায় প্রভুপত্নী করিলেন? নতুবা সকলের ন্যায় আমিও ত তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইতাম। কি দোষে ভগবান আমাকে প্রাণনাথের শ্রীচরণ দর্শনেরও অধিকারিণী করিলেন না। বিষ্ণুপ্রিয়ার আর্ত্তনাদ শুনিয়া যাঁহারা তাঁহাকে সান্তনা করিতে আসিলেন তাঁহারা বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়বিদারক বিলাপোক্তি শুনিয়া নিজেরাই কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

শচীমাতা শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আগমনপূর্ব্বক পুত্ররত্নকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। চৈতন্যও সময় বুঝিয়া মাতাকে তত্ত্বকথায় প্রবোধদান করিতে লাগিলেন। শচীদেবী কতক শান্ত হইলেন। পরে তিনি অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী সহ স্বয়ং রন্ধনাদি সমাপন করিয়া ভক্তগণসহ পুত্রকে ভোজন করাইলেন। অনন্তর চৈতন্যদেব ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে প্রস্থান করিবার সঙ্কল্প জানাইলেন। ভক্তমণ্ডলী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, অদ্বৈতাচার্য্যের বালক পুত্র অচ্যুতানন্দ আসিয়া চৈতন্যকে প্রণাম করিল; চৈতন্য তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। অবশেষে প্রস্থান সময়ে হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন প্রভো! আপনিত নীলাচলে চলিলেন, কিন্তু আমার দশা কি হইবে? অধম যবন আমি, আমারত পুরুষোত্তমে প্রবেশের অধিকার নাই, আপনার শ্রীচরণারবিন্দ কিরূপে দর্শন পাইব। চৈতন্য আশ্বাস বচনে বলিলেন হরিদাস! তুমি এরূপ দীনতা প্রকাশ করিও না, তোমার কাতরোক্তি দেখিলে আমি হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাই, তুমি কোনরূপ ব্যাকুল হইও না, আমি তোমাকে পুরুষোত্তমে লইয়া যাইবার উপায় করিয়া দিব।

এই রূপে গৌরাঙ্গ সকলকে প্রেমসম্ভাষণে সান্ত্বনা করিয়া ক্রন্দনাকুল শোকাতুরা জননীকে যথা বিহিত বুঝাইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পুরঃসর ভক্তমণ্ডলীর সকলকে হরিনাম প্রচারের যথোপযোগী ভারার্পণ করিয়া নিত্যানন্দ গদাধর, মুকুন্দ গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দাদি কয়েকজন ভক্তসমভিব্যাহারে বনপথে নীলাচলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শান্তিপুর আবার শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। যাত্রিগণ যে যাহার আলয়ে প্রত্যাগমন করিল।

গৌরাঙ্গের নীলাচল যাত্রা।

শ্রীচৈতন্য যখন উদাসীন বেশে নীলাচলাভিমুখে গমন করিলেন, তখন উড়িষ্যার রাজার সহিত বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্ত্তা সায়েদ হোসেনের বিবাদ চলিতেছিল; সুতরাং তৎকালে পুরুষোত্তমের পথ যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। উড়িষ্যার রাজা সহজেই যাত্রীদিগকে শত্রুপক্ষীয় লোক বলিয়া বন্দী ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন, বঙ্গাধিপতিও তাহাদিগকে বিদ্রোহীজ্ঞানে ধৃত ও যথাভিরুচি শাস্তি প্রদান করিতে পারেন। তাহার উপর শাসনাভাবে পথে দস্যুভয়ও বিলক্ষণ ছিল। এইজন্য অদ্বৈতাদি সকলেই এসময়ে তাঁহাকে নীলাচল যাইতে নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সুদৃঢ় সঙ্কল্পের নিকট সমস্ত বাধা বিপত্তিই পরাজয় স্বীকার করিল। আবশ্য গৌরাঙ্গ নীলাচলে আসিলে মধ্যে মধ্যে রথযাত্রাদি উপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে এবং সেখান হইতেও হয়তঃ গঙ্গাস্নান উপলক্ষে অনেকে গৌড়দেশে আসিতে পারেন, সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটও শ্রীচৈতন্যের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারিবে, এই সকল ভাবিয়া শচীদেবীর সহিত পরামর্শক্রমে অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ চৈতন্যের নীলাচলবাসে কতক আশ্বস্ত হইলেন।

চৈতন্য মনের সাধে হরিনাম গান করিতে করিতে ক্রমশঃ আঠিসারা নামক গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় অনন্ত নামক এক গৃহস্থের ভবনে এক রাত্রি

বাস করিয়া তথাহইতে ক্রমশ ছত্রভোগে আসিয়া পঁহুছিলেন, তথাকার প্রধান জমীদার রামচন্দ্র খাঁ তাঁহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক এক রাত্রি গৃহে রাখিয়া পরদিন তাঁহাদের গমনের জন্য যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। চৈতন্য সঙ্গীগণ সহ নৌকাযোগে উৎকলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সুমন্দ মারুতহিল্লোলেসেবনে ও সুন্দর তরঙ্গলীলা দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া চৈতন্য মুকুন্দকে গান ধরিতে বলিলেন। চৈতন্যের আদেশে মুকুন্দ গান ধরিলে নাবিকগণ ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল। তাহারা ভাবিল এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দূর হইতে দস্যুগণ যাত্রীদের সংবাদ পাইয়া এখনই যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু অটলবিশ্বাসী চৈতন্যদেব বিপদহারী মধুসূদনের নাম উল্লেখ করিয়া নাবিকদিগকে সাহস দিতে লাগিলেন। গৌরের আকার প্রকার দেখিয়া ও তাঁহার জলন্ত অভয় বাণীতে আশ্বস্ত হওয়ায় তাহাদের মন হইতে অনেক পরিমাণে আশঙ্কা বিদূরিত হইল। যথাসময়ে তাহারা উৎকল দেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা পাইয়া স্থানে স্থানে ভক্ত বৈষ্ণব গণ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ছিলেন।

তথাহইতে তাঁহারা পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একদিন পথি মধ্যে গৌরাঙ্গদেব সঙ্গী দিগকে এক দেবালয়ের নিকট রাখিয়া স্বয়ং পল্লীমধ্যে ভিক্ষা করিতে যান। তাঁহার অনুপম দেবমূর্ত্তি দেখিয়া সকলে এত অধিক পরিমাণে ভিক্ষার দ্রব্য দিতে লাগিল যে অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বন্ধুগণের নিকট ফিরিয়া আসিলে, তাঁহারা মহা-প্রভুর ভিক্ষার সামগ্রী দেখিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, বুঝিলাম মহাপ্রভু আমা-দিগকে পালন করিতে পারিবেন। অনন্তর গদাধর ভিক্ষালব্ধ সেই সমস্ত সামগ্রী রন্ধন করিয়া ভক্তবৃন্দের সেবা করেন।

এইরূপে তাঁহারা আনন্দ মনে হরিগুণ গান করিতে করিতে সুবর্ণরেখা পার হইয়া চলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে জাজপুরের দেবালয় সন্দর্শন করতঃ কটক ভুবনেশ্বর অতিক্রম পূর্ব্বক কমলপুরে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে জগন্নাথ দেবের ধ্বজা দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্বজা দেখিয়া চৈতন্য প্রেমে

পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তথাহইতে তিনি আঠারনালায় আসিয়া এরূপ বেগে জগন্নাথের মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন যে, কেহই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে পারিলেন না।

গৌরাঙ্গ একাকী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শনমাত্র প্রেমাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়েন। তৎকালে তথাকার রাজপণ্ডিত বেদান্তবিদ্ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর অপরূপ দেহজ্যোতিঃ সন্দর্শনে ও অলৌকিক প্রেমবিকারের বিষয় চিন্তনে মুগ্ধ হইয়া নিজ শিষ্যবর্গ দ্বারা তাঁহাকে নিজালয়ে প্রেরণ করেন।

পরে নিত্যানন্দ মুকুন্দাদি ভক্তবৃন্দ পুরীর সিংহদ্বারে আসিয়া মহাপ্রভুর বিবরণ অবগত হইলেন। সেই সময় নবদ্বীপবাসী বিশারদের জামতা প্রেমিক বৈষ্ণব গোপীনাথের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। গোপীনাথ সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি, তাঁহাকে পাইয়া ভক্তগণ যেরূপ আনন্দিত হইলেন, তাঁহাদের পক্ষে তেমনি সর্ব্ববিষয়ে সুবিধাও ঘটিল। পরে গোপীনাথের সমভিব্যাহারে তাঁহারা সর্ব্বভৌমের গৃহের উপনীত হন। কিন্তু তখনও শ্রীচৈতন্যের সংজ্ঞালাভ হয় নাই; সুতরাং নিত্যানন্দাদি পঞ্চজনে ইত্যবসরে ধুলিপদে একবার জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিলেন। অনন্তর নিত্যানন্দাদির হরিসঙ্কীর্ত্তনে প্রায় তৃতীয় প্রহরের পর চৈতন্যের মূর্চ্ছাপনোদিত হইল। পরিশেষে সার্ব্বভৌমের সহিত সকলের আলাপ পরিচয়াদি হইলে তাঁহারা সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিলেন এবং একত্রে জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। সার্ব্বভৌম স্বহস্তে তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর গোপীনাথ স্বীয় মাতৃস্বসার বাড়ীতে তাঁহাদের সকলের বাসা নিরূপিত করিয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

পুরীর অধিপতি প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে নবদ্বীপে বাস করিতেন, এক্ষণে রাজার সভাপণ্ডিত ও জগন্নাথমন্দিরের

তত্ত্বাবধারক স্বরূপে অবস্থিত। তিনি তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাকে কতকটা বৈষ্ণবের ন্যায় দেখা যাইত। ফলতঃ ধর্ম্মবিজ্ঞানে বৈদান্তিক দর্শনবিদ্ পণ্ডিত হইলেও অনুষ্ঠানে পৌরাণিক ছিলেন। সুন্দরবপু গৌরচন্দ্র অতি অল্পবয়সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া এবং তাঁহার সহ আলাপ পরিচয়ে প্রীত হইয়া তিনি ভাবিলেন যে, যদ্যপি এই নবীন সন্ন্যাসীকে উন্মত্ত ভক্তির পথ হইতে বেদান্তের গহনবনে আনিতে পারি তাহাহইলে ইনি শাস্ত্রানুযায়ী প্রকৃত সন্ন্যাসী নামের সার্থকতা দেখাইতে পারিবেন। এই ভাবিয়া সার্ব্বভৌম বেদান্তের সপ্ত-দিনব্যাপী সুবিস্তৃত ব্যাখ্যায় চৈতন্যের ভক্তিজ্ঞান সমাচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পরিশেষে তর্কস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে ভিন্ন ভিন্ন নানাবিধ ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং তাহাতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসামান্য প্রতিভা অনুধাবন করিয়া তিনি একেবারেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ব্ব লোপ পাইল। তখন তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন। ফলতঃ গৌরাঙ্গের স্বাভাবিক আকর্ষণ শক্তিগুণে সকলেই বিস্মিত ও বিমোহিত হইতেন। এক্ষণে সুপ্রসিদ্ধ রাজপণ্ডিত ঘোর মায়াবাদ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন শুনিবামাত্র পুরীমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, উৎকল বাসী শতসহস্র লোক তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া উঠিল। সুতরাং পুরীমধ্যে ভক্তদল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

অনন্তর মাধব পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী, দামোদর, প্রদ্যুম্ন, শঙ্করপণ্ডিত, ভগবান আচার্য্য প্রভৃতি অনেকে আসিয়া তথায় একত্রিত হইলেন, সার্ব্বভৌমের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। নীলাচলধাম ভক্তকুল সমাগমে অল্পকালমধ্যেই দ্বিতীয় নবদ্বীপ হইয়া উঠিল। চৈতন্য ভক্তবৃন্দসহ সমুদ্রতীরে কিয়ৎকাল বিহার করিয়া তীর্থপর্য্যটনার্থ দাক্ষিণাত্য প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীচৈতন্যের তীর্থ ভ্রমণ।

চৈতন্য পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে বৈশাখের প্রারম্ভে সার্ব্বভৌম ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইলেন। এবার তিনি কাহাকেও সঙ্গে লইতে চাহিলেন না ; একাকী তীর্থ ভ্রমণে গমন করিবেন এবং সেই সঙ্গে স্বীয় অগ্রজের সন্ধান লইবেন ইহাই তাঁহার বাসনা ছিল। কিন্তু সাধারণ ভক্তমণ্ডলীর নির্ব্বন্ধাতিশয্য দর্শনে ও তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে কৃষ্ণ দাস নামক এক ব্রাহ্মণতনয়কে সঙ্গে লইলেন। বিদায়কালে সার্ব্বভৌম গোদাবরী নদী তীরে ভক্তপ্রবর রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চৈতন্যদেবকে অনুরোধ করিলেন। তিনিও তাহাতে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশে প্রথমে আলালনাথে উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ তথায় গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। নৃত্যসঙ্কীর্ত্তনাদিতে দুই রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া চৈতন্য দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নিতাই প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাপ্রভুর অদর্শনশোকে সে দিন আলালনাথে উপবাসী থাকিয়া পরদিন পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এবার চৈতন্যদেব কেবলমাত্র তীর্থ ভ্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে যাহা হয় নাই, এবার প্রবাসে তিনি তাহাই সাধন করিতে লাগিলেন। দক্ষিণের শৈব ও রামায়ৎ সম্প্রদায়স্থ অনেক লোককে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া কর্ণাট রাজ্যে ভক্তির বীজ ছড়াইয়া বহু নদ নদী বন উপবন পাহাড় পর্ব্বত গ্রাম নগর অতিক্রম পূর্ব্বক গোদাবরী তীরে উপনীত হইলেন। তথায় বিষয়ীশ্রেষ্ঠ অথচ ভক্তপ্রধান রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের আলাপ পরিচয়ের পর সেইদিন সন্ধ্যাকালে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে রামানন্দের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয় ; পাঠকবর্গের অব-

জন্য আমরা "ভক্তি চৈতন্য চন্দ্রিকা" হইতে তাহার সংক্ষিপ্তসার উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"চৈতন্য। ভক্তি প্রেম ও তাহার সাধন সম্বন্ধে আমি তোমার নিকট কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

রামানন্দ। প্রভো! আপনাকে আমি কি শুনাইব, তবে বিষ্ণুভক্তিই মানবের সার ধর্ম্ম। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, বর্ণাশ্রমাচারী পুরুষ কর্ত্তৃক কেবল সেই পরম পুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হন, তাঁহার সন্তোষের অন্য পথ নাই।

চৈতন্য। ইহা বাহিরের কথা, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় কি বল।

রামানন্দ। ঈশ্বরেতে সর্ব্বস্ব অর্পণ করাই সার। ভাগবতে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিযাছেন, 'আহার পান দান যজ্ঞ তপস্যা যাহা কিছু কর, হে অর্জ্জুন! সে সমস্ত আমাতেই অর্পণ করিবে।'

চৈতন্য। ইহাও বাহিরের কথা, তাহার পর কি বল।

রামানন্দ। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্রিয়া সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিসাধন করাই সার। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমার আদিষ্ট ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিযাও সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে ভজনা করে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। গীতায় উক্ত হইয়াছে, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ।

চৈতন্য। ইহার উপর কি আছে বল।

রামানন্দ। জ্ঞান মিশ্রা যে ভক্তি তাহাই সার সাধন। ...য় বলিয়াছেন, ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং।' সর্ব্বভূতে সমদর্শী নিস্পৃহ প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আমাতে পরাভক্তি লাভ করে।

চৈতন্য। ইহাও বাহ্য, ইহার পর কি বল।

রামানন্দ। ভাগবতে কথিত আছে, "জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া যাহারা তোমার গুণ কীর্ত্তনকে বহু মনে করে তাহারা ত্রিলোক জয়ী হয়।"

চৈতন্য। ইহাও বাহ্য, ইহার পর কি আছে বল।

রামানন্দ। প্রেম ভক্তিই উত্তম। ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিলে আহার পানে যেমন সুখবোধ হয় না, তেমনি হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে নানা উপচয় দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়াও ভক্তের হৃদয় সুখবিগলিত হয় না। ভক্তি-রসসিক্ত চিত্ত অতীব মূল্যবান, কোটী জন্মের পুণ্য দ্বারাও তাহা লাভ করা যায় না

চৈতন্য। ইহা সত্য, ইহার অধিক কি বল।

রামানন্দ। ভাগবতে দুর্ব্বাসা অম্বরীষকে বলিয়াছেন, যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র জীবের পরিত্রাণ হয় তাঁহার দাসদিগের আর কি অবশিষ্ট থাকে ?

চৈতন্য। ইহা ঠিক বটে, কিন্তু আরো একটু আগে বল।

রামানন্দ। তবে সখ্য প্রেম। সখ্যপ্রেম সকল সাধনের সার।

চৈতন্য। ইহার উপর কি আছে বল।

রামানন্দ। বাৎসল্য প্রেম।

চৈতন্য। ইহা শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু ইহার পর।

রামানন্দ। কান্তভাব প্রেম সাধনের সার। শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্যাদি সমস্ত রসই ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিয়াছেন, আমার প্রতি যে ভক্তি জন্মিলে জীবের অমৃতত্ব লাভ হয়, ভাগ্যবশতঃ আমার প্রতি তোমাদের তাহা জন্মিয়াছে।

চৈতন্য। ইহা চরম সাধন বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু এক্ষণে আর যদি কিছু উচ্চতম থাকে তাহা বল।

রামানন্দ। ইহার উপরের সাধন জানিতে চায় এমন লোক পৃথিবীতে আছে আমি তাহা জানিতাম না। সখ্যভাব প্রেমের পরাকাষ্ঠা, ইহার উপর আর সাধন নাই।

চৈতন্য। এতদিনে আমার আগমন সফল হইল, সাক্ষাৎ সার্থক হইল,—সাধনতত্ত্বে পরিতুষ্ট হইলাম।

এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য প্রেমভরে রামানন্দকে আলিঙ্গন দান করিলেন। তদবধি তাঁহাকে রামানন্দের অনুরোধে যত দিন তথায় অবস্থান করিতে হইয়া-

ছিল ততদিনই প্রত্যহ এই সমস্ত হরিকথা লইয়া আলোচনা চলিত। তদনন্তর তিনি রামানন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ কালে তাঁহাকে বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীলাচলবাসী হইবার জন্য উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, তাহাহইলে আমি প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তথায় একত্রে উভয়ে হরিপ্রসঙ্গে জীবন যাপন করিতে পারিব।

গৌরাঙ্গ তথাহইতে মান্দ্রাজাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে পণ্ডিত বর্গের সহিত তর্কবিতর্ক হইত বটে, কিন্তু অনেকেই তাঁহার ভক্তিপ্রবাহের অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। কোনস্থানে কতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিত। তাহাদের প্রধান আচার্য্য চৈতন্যের সহিত বিচারে পরাস্ত হইলে নিজেকে ঘোরতর অপমানিত বোধে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া এক পাত্র অশুদ্ধান্ন প্রসাদ বলিয়া চৈতন্যকে আহারার্থ প্রদান করিতে আইসে। কিন্তু ধর্ম্মের এমনি মহিমা, কোথা হইতে এক চিল আসিয়া সেই অন্নপাত্র ছোঁ মারিয়া উপরে লইল এবং সবেগে সেই পাত্র আসিয়া ক্রূরমতি আচার্য্যের মস্তকে পড়িল। পাপের প্রতিফল প্রত্যক্ষ করিয়া বৌদ্ধগণ চৈতন্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

চৈতন্য নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে কাবেরী নদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নানক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে দেবালয় দর্শন করিলেন। বেঙ্কটভট্ট নামক একজন ভক্তপ্রবর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সযত্নে নিজগৃহে রাখিলেন। সেই স্থানে প্রভু চতুর্ম্মাস্য করেন। এই স্থানে বাসুদেব নামক একজন গলিত কুষ্ঠরোগী গৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ ও তাঁহার ভক্তি সুধা সেবনে এই বিষম ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করে।

অনন্তর চৈতন্যদেব ঋষভ পর্ব্বতে পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কামকোষ্ঠী, দক্ষিণ মথুরা, মহেন্দ্রশৈল, সেতুবন্ধ, পাণ্ডুদেশ, মলয়পর্ব্বত, কন্যা-কুমারী ভ্রমণ করিয়া মল্লার দেশে উপস্থিত হইলেন। পয়স্বিনী নদীতীরে এক দেবালয়ে গৌরাঙ্গ প্রভু "ব্রহ্মসংহিতা" পুস্তকের কয়েক অধ্যায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন যেখানে কোনরূপ ভাল গ্রন্থ বা তাহার অংশ বিশেষ

পাইতেন, তাহাই সযত্নে সংগ্রহ করিয়া লইতেন। তথাহইতে ক্রমে তিনি বোম্বাই প্রদেশস্থ কোলাপুরে বিঠল নামক বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তথায় তাঁহার গুরুগোষ্ঠী মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত আলাপ পরিচয় করেন। সেইখানেও তিনি বিল্বমঙ্গল ও কৃষ্ণকর্ণামৃত নামক পুস্তকদ্বয় সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। পরে তথা হইতে ক্রমশঃ পম্পা সরোবর, তাপ্তী ও নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিয়া ঋষ্যমুখ, দণ্ডকারণ্য, পরিভ্রমণানন্তর পঞ্চবটীতে উপনীত হইলেন। সেথান হইতে আবার—নাসিক, ত্র্যম্বক, কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি ঘুরিয়া রামানন্দের বাসস্থান বিদ্যানগরে ফিরিয়া আসিলেন। সেথান হইতে নানা দেশ অতিক্রম পূর্ব্বক নীলাচলাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রামানন্দ রায়ও নীলাচলে প্রভুর সহিত মিশিবার জন্য কয়েক দিন পরেই পুরুষোত্তম যাত্রার উদ্দেশে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। প্রভু আলাল নাথে আগমন পূর্ব্বক সমভিব্যাহারী কৃষ্ণ দাসের দ্বারা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণের নিকট প্রত্যাগমন সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। ভক্তগণ বহুদিন অদর্শনের পর প্রভুর আগমন সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সকলে আলাল নাথে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। নীলাচলে আবার গৌরাঙ্গের মেলা বসিল, আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল, প্রেমের প্রবাহ বহিতে লাগিল।

রাজা প্রতাপরুদ্র।

রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌমের ভক্তিপথ গ্রহণের পর চৈতন্যদেব তীর্থপর্য্যটনে প্রস্থান করিলে রাজা প্রতাপরুদ্র সর্ব্বদাই সভাসদ পণ্ডিতের মুখে চৈতন্যের অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। কবে তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন সেই সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র ব্যতীত অনেক সম্ভ্রান্ত বিষয়ী ব্যক্তিও চৈতন্যের ভক্তি পান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। অনন্তর চৈতন্যদেব তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কাশীমিশ্রের গৃহে বাসকালীন সার্ব্বভৌম প্রেমার্থী ব্যক্তিগণকে লইয়া আসিয়া চৈতন্যের সহিত পরিচয় করাইয়া

দিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায়ও একজন ছিলেন। ভবানন্দ স্বীয় বাণীনাথকে প্রভুর সেবার জন্য অর্পণ করিয়া বলিলেন, প্রভো! আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি আপনার সেবার জন্য সর্ব্বদা নিয়োজিত রহিল, আপনার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে আমাকে আপনার অনুগত দাস ভাবিয়া তখনই তাহার জন্য অসঙ্কুচিতচিত্তে আদেশ করিবেন। আপনার সেবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু করিতে পারিব তাহাই আমার সার্থক হইবে।

অবশেষে একদিন রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া অনুরোধ করিবার জন্য সার্ব্বভৌমকে পাঠাইয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম সঙ্কুচিত ভাবে একথা জ্ঞাপন করিলে চৈতন্যদেব বলিলেন, সার্ব্বভৌম! রাজার সহিত আলাপপরিচয় বৈরাগীর কর্ত্তব্য নহে, রাজসমাগমে বিলাসিতার আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং রাজদর্শন নিষিদ্ধ থাকাই ভাল। সার্ব্বভৌম অনেক অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন, রাজার হরিভক্তি, সাধুসেবা প্রভৃতি জানাইলেন, কিন্তু কিছুতেই চৈতন্যের মন টলিল না।

রাজা সার্ব্বভৌমের মুখে নিরাশার কথা শুনিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন, ও আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হায়! রাজ্য ধন লইয়া যদি সাধুসন্দর্শনে বঞ্চিত হইলাম, শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ সেবার অধিকারী হইতে না পারিলাম তাহা হইলে বৃথা ধন সম্পদে প্রয়োজন কি? রাজার আক্ষেপোক্তি শুনিয়া সার্ব্বভৌম আশ্বাস বচনে বলিলেন যে, রথযাত্রার দিন সঙ্কীর্ত্তনের পর মহাপ্রভু যখন একাকী অবস্থান করিবেন তখন আপনি দীনবেশে তাঁহার চ[রণ] ধারণ করিলে তিনি বৈষ্ণব জানিয়া আপনাকে আলিঙ্গন দান করিবে[ন]। এইকথায় রাজা কতক আশ্বস্ত হইয়া সেই শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে চৈতন্যের নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শান্তিপুর ও নবদ্বীপে শুভসংবাদ দিবার জন্য কৃষ্ণদাসকে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ দাসের মুখে চৈতন্য

নীলাচলে পুনরাগমনের বার্ত্তা পাইয়া শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম শান্তিপুর ও নবদ্বীপ-বাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। যথা-সময়ে প্রায় দুই, শত ভক্তনিচয়, বহুলোকজনসহ পুরুষোত্তমের সমুদ্রতটে আসিয়া উপনীত হইলেন। একে ভক্তির জলন্ত উচ্ছ্বাস, তদুপরি গৌর দর্শন লালসার পূর্ণাহুতি পড়িল, উৎসাহাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা মৃদঙ্গ করতালসহ গভীর নিনাদে হরিধ্বনি করিতে করিতে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য ছাদোপরি আরোহণ পূর্ব্বক ভক্তগণের প্রেমোল্লাস দেখিতে লাগিলেন এবং গোপীনাথ নিকটে বসিয়া একে একে সকলের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। যাত্রিগণ অগ্রেই চৈতন্যের বাস ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। চৈতন্যও তাঁহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া তথাকার ভক্তগণসহ পথে বাহির হইয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথি মধ্যে যেখানে উভয় দলের মিলন হইল, সেখানে প্রেম প্রবাহের আলোড়নে সকলের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, শরীর-পুলকে পূর্ণিত হইল। সকলের সহিত কুশল সম্ভাষণ চলিতে লাগিল। পরে চৈতন্যদেব হরিদাসকে দেখিতে না পাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অস্পৃশ্য যবন বলিয়া হরিদাস পুরী মধ্যে প্রবেশের সাহস পান নাই শুনিয়া চৈতন্য স্বয়ং তাহাকে আনিতে যাইলেন।

এদিকে রাজা প্রতাপাদিত্য স্বীয় সমস্ত ধন জন সাধু সজ্জনের সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য উৎগ্রীব ছিলেন, এক্ষণে সময় পাইয়া গৌড়দেশাগত বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য যাহাতে সুন্দর বন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার আদেশ দিয়া রাখিলেন। রাজাদেশে ইঙ্গিত মাত্রেই সমস্তই সুসম্পন্ন হইতে লাগিল। অহো! সংসার চক্রের কি অপূর্ব্ব লীলা বিভ্রম! যাহারা অর্থের জন্য দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া বেড়ায়, ধন সম্পত্তি তাহাদের সম্মুখ হইতে লুক্কায়িত হইয়া পড়ে, আবার যাঁহারা সামান্য অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ভগবানের পদারবিন্দে মন প্রাণ সমর্পণ করেন, জগতের অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের চরণতলে উপস্থিত হইয়া নিজদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে।

রাজার আদেশ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছিল, সুতরাং চৈতন্যের ইঙ্গিত মাত্র রাজ-কর্ম্মচারী চৈতন্যের বাসস্থানের নিকটস্থ একটি পুষ্পোদ্যান ও তন্মধ্যস্থ একটি কুটির হরিদাসের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। হরিদাস যবন বলিয়া প্রথমে কিছুতেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলেন না, পরে চৈতন্যের একান্ত অনুরোধে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। চৈতন্য হরিদাসের জন্য গোবিন্দের দ্বারা প্রত্যহ প্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন।

গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সমাগমে পুরীর মধ্যে এক নূতন প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। চৈতন্যদেব সন্ধ্যাকালে জগন্নাথের আরতির সময় সংকীর্ত্তন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই অভিনব প্রণালীর সংকীর্ত্তনের মহিমায় রাজা প্রতাপচন্দ্র ও উৎকলবাসী অনেকেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। রাজা সেই সংকীর্ত্তনের মধ্যে মিশিবার জন্য লালায়িত হইলেন, কিছুতেই আর তাঁহার মন ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিত না। তখন নিত্যানন্দ দামোদরাদি ভক্তবৃন্দের একান্ত অনুরোধে চৈতন্যদেব রাজাকে একখণ্ড বহির্ব্বাস প্রদান করিলেন। রাজা বহির্ব্বাস পাইয়া রাজ-চক্রবর্ত্তীত্ব লাভাপেক্ষাও শত গুণে আনন্দিত হইলেন। অবশেষে রামানন্দের অনেক উপরোধে চৈতন্যদেব রাজার পরিবর্ত্তে কিশোরবয়স্ক রাজকুমারকে আলিঙ্গন দান করিলেন। ইহাতে রাজা কতক আশস্ত হইলেন।

এক্ষণে পুরীধামে চৈতন্য নিত্য নূতন উৎসব আরম্ভ করিলেন। প্রেমোন্মত্ত বৈষ্ণবকুল কোন দিন শত শত সম্মার্জ্জনী ও জলপরিপূর্ণ কলসী লইয়া জগন্নাথ দেবের মন্দির পরিষ্কার করিতেন, কোন দিন বা আমোদ বিহ্বলে জগন্নাথের প্রসাদ লইয়া মাতি মাতি করিতেন, কোন কোন দিন বঙ্গদেশের বৈষ্ণবগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল বাঁধিয়া সপ্তদলে চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গসহ উদ্দামের সংকীর্ত্তনে মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন। উৎকলবাসীগণ ইহাদেরই নিকটে কীর্ত্তন শিক্ষা করিয়াছিল।

একদিন শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তনসহ বহুক্ষণ নৃত্য গীতের পর একান্ত ক্লান্ত হইয়া এক সুরম্য উপবনে উপবেশন করিয়াছেন, ভক্তবৃন্দ এক একটি বৃক্ষমূলে অ-

গ্রহণ করিয়াছেন, এমন সময় রাজা প্রতাপরুদ্র ভক্তবৃন্দের ইঙ্গিতক্রমে ভাবোন্মত্ত ভক্তপ্রবীরের ন্যায় একেবারে চৈতন্যের পদমূলে পতিত হইলেন। চৈতন্য হরিভক্ত বৈষ্ণব জ্ঞানে রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। চৈতন্যও রাজমুখে হরিতত্ত্ব কথা ও তাঁহার অসামান্য ভক্তি স্রোত দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে পর শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত ও নিতাইকে বলিলেন "তোমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সমস্ত নরনারীবর্গের মধ্যে হরিভক্তি সুধা বিতরণ কর, মধ্যে মধ্যে আমিও তথায় যাইব।" অনন্তর প্রেমসম্ভাষণে একে একে সকলকে বিদায় দিলেন; যাত্রিগণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। হরিদাস, গদাধর, সদানন্দ প্রভৃতি কয়েক জন মাত্র প্রভুর সঙ্গে থাকিবার জন্য তথায় রহিয়া গেলেন।

আবার বৎসর ঘুরিয়া গেল, নিতাই অদ্বৈতাদি সকলে আবার রথ দেখিতে আসিলেন। এবার, শিবানন্দ, অদ্বৈত শ্রীবাসাদির পরিবারবর্গও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। এবারও পূর্ব্ববৎ নৃত্য গীত আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল। পরে যথাসময়ে আবার সকলে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপে চারি বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল, তৎপরে গৌরচন্দ্র বৃন্দাবন দর্শন জন্য বহির্গত হইলেন।

গৌরাঙ্গের বৃন্দাবন যাত্রা।

গৌরাঙ্গ গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন ভাবিয়া পুরী ধাম হইতে প্রথমে কটকে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় রাজা প্রতাপরুদ্র ও রাজমহিষী তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া মনোমত প্রসাদ লাভ পূর্ব্বক কৃতার্থ হন। তথা হইতে ক্রমশঃ বঙ্গদেশাভিমুখে আগমন করেন। কথিত আছে পথিমধ্যে দুর্জ্জন যবন ভূপতি গৌরাঙ্গ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া দুষ্ট বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণব হন। তিনিই যথোচিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে অতিথি দেন।

গৌরাঙ্গ প্রথমে পাণিহাটী গ্রামে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় কিয়দ্দিবস নির্জ্জন বাসের অভিলাষ থাকিলেও তাহার আগমন সংবাদ উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহের ন্যায় অল্পকাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন সেখানে এত জনতা হইল যে, পাণিহাটি গ্রামে আর লোক ধরে না। কাজেই, চৈতন্য সেখান হইতে কুমারহট্ট (হালি-সহর ঘুরিয়া কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক বাসুদের দত্তের বাড়ী হইয়া ফুলিয়া গ্রামে মাধব দাসের গৃহে উপস্থিত হন। এদিকে পাণিহাটী স্থিত লোকপ্রবাহ গৌরাঙ্গের ফুলিয়া গ্রামে উপস্থিতির কথা শুনিয়া সেই দিকে প্রধাবিত হইল। গৌরাঙ্গের শ্রীচরণ সন্দর্শন মানসে নবদ্বীপ হইতেও অনেক লোক আসিয়া হাজির হইল। যেখানে চৈতন্যদেব সেই স্থানেই অজস্র লোক প্রবাহ। তাঁহার তথায় সাত দিন অবস্থান কালের মধ্যেই চারি দিকে হাট বাজার বসিল, অদ্বৈত নিতাই আদি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইল, নৃত্য গীত চলিতে লাগিল। ফুলিয়া গ্রাম কোলাহলময় আনন্দোচ্ছ্বাস পরিপূর্ণ মহানগরীরূপে প্রতীয়মান হইল।

অনন্তর গৌরাঙ্গ এই অসংখ্য লোকজনসহ রামকেলী গ্রামে আসিয়া হাজির হইলেন। ইহাই পুরাতন রাজধানী গৌড়নগরের নামান্তর মাত্র। সৈয়দ হুসেন সাহ তথাকার অধিপতি ছিলেন। তিনি যবনাধিপতি হইয়াও গৌরাঙ্গের প্রেমপ্রবাহ শত সহস্র লোককে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া ও তাঁহার গুরুত্ব ও অলৌকিকত্ব অনুধাবন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অত্যাচার করিলেন না। বরং এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে কেহ ইহাদের বিপক্ষতাচরণ করিবে আমি স্বয়ং তাহার শিরচ্ছেদ করিব।

চৈতন্য শত সহস্র লোক তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না দেখিয়া সনাতনের অনুরোধক্রমে তিনি কানায়ের নাটশালা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াও শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় অদ্বৈত গোস্বামী কর্ত্তৃক শচীদেবী সমানীতা হইলেন। গৌরাঙ্গদেব মাতার চরণ ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক বহুদিনান্তে পুনরায় জননী-হস্তের রন্ধন ভোজন করিলেন।

রঘুনাথ নামক সপ্তগ্রামবাসী একজন ধনী সন্তান অতুল বিভবের অধিকারী হইয়াও তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যাবলম্বনে চৈতন্য সহ নীলাচল বাসের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ তাহাকে বলিলেন যে একেবারে সমস্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন নাই, বাহিরে লৌকিক ব্যবহার রক্ষা করিয়া আন্তরিক নিষ্ঠাবান হও, তাহাহইলে ভগবান তোমাকে তোমার উপযুক্ত পথ দেখাইয়া দিবেন।

অনন্তর তিনি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ ও মাতাকে প্রণাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বঙ্গের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তথায় কিয়দ্দিন অবস্থানের পর প্রকাশ্যভাবে গমন করিলে পথিমধ্যে অনেক জনতা হয় দেখিয়া একমাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্যকে সঙ্গে লইয়া বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

অহো! হরিনামের কি মহিমা! বনের শ্বাপদ প্রাণীও হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া হরিনাম গানে মুগ্ধ হইত। কোথায় মনুষ্য দর্শনে তাহারা আস্ফালন করিবে, তদ্‌পরিবর্ত্তে হরিনামে মোহিত হইয়া দাসানুদাসের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগমন করিত। পাঠক! ইহা কবিকল্পনা নহে, মানবের অন্তর্নিহিত শক্তির যে কত দূর প্রভাব তাহা অনুভব করাও সাধারণের ক্ষমতাতীত।

ছোটনাগপুরের পুরাতন বনপথ দিয়া তিনি ক্রমশঃ কাশীধামে উপস্থিত হন। পথিমধ্যে অসভ্য ভীলগণও তাঁহার কৃপাবারি লাভ করিয়া ভক্তির প্রশস্ত রাজপথ দর্শনের সুবিধা পাইয়াছিল। তথায় তপনমিশ্রের ঘরে থাকিয়া মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া তথাহইতে প্রয়াগে উপস্থিত হন। সেখানে তিন দিন বাস করিয়া অবশেষে বৃন্দাবন ধামে সমাগত হইলেন। সেখানে কৃষ্ণদাস নামক একজন রাজপুত গৌরপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া বৈরাগ্য পথ অবলম্বন করে। একজন পাঠান সৈনিকও চৈতন্যপদে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক রামদাস বৈষ্ণব নামে অভিহিত হয়। বিজুলী খাঁ নামক তাহার মন্ত্রিবও বিশেষে গৌরাঙ্গের শরণাগত হয়। ইহারা "পাঠান বৈরাগী" বলিয়া অভিহিত হইত।

রূপ সনাতন।

কর্ণাট রাজ সর্ব্বজ্ঞের পৌত্র রূপেশ্বর রাজ্যচ্যুত হইলে তদীয় পুত্র পদ্মনাভ (নবহট্ট) নৈহাটী গ্রামে গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। পদ্মনাভের পুত্র মুকুন্দদেব গৌড়দেশস্থ মোরগ্রামে মাধাই পুরের হরি নারায়ণ বিশারদের রেবতী নাম্নী কন্যার সহিত স্বীয়পুত্র কুমারের পরিণয়োৎসব সম্পাদন করেন। এই কুমার দেবের ঔরসে রেবতীর গর্ভে সনাতন, রূপ ও বল্লভ নামে তিনটী পুত্র জন্মে। তাঁহারা বাল্যকালে মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ঐকান্তিক যত্ন ও বহু আয়াসের ফলে তাঁহারা অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্ব বিদ্যাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

সেই সময় গৌড় নগর হুসেন সাহ বাদসাহের রাজধানী ছিল। সনাতন ও রূপের বিদ্যাবত্তার কথা প্রকাশিত হইলে তাঁহারা মুসলমান নরপতির অধীনে রাজ সরকারে কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। ক্রমশঃ তাহারা স্ব স্ব গুণে রাজার প্রিয় পাত্র হইয়া মন্ত্রী পদে বরিত হন। কিন্তু ম্লেচ্ছের সংস্রবে থাইয়া তাঁহারা ক্রমশঃ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন বলিয়া সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হন। বিশেষতঃ রাজ সরকার হইতে ম্লেচ্ছ উপাধি পাইয়া সনাতন "সাকর মল্লিক" ও রূপ "দবির খাস" নামে অভিহিত হন। তাঁহারা নিজেদিগকে ম্লেচ্ছসংস্পর্শী জানিয়া হীন জ্ঞানে সমাজে মধ্যে সততই দীনতা প্রকাশ করিতেন।

শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে শান্তিপুরে আগমন কালীন গৌড়দেশের রাজধানী রামকেলীতে উপস্থিত হইলে রূপসনাতনের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের মুখে ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেম সাধনের বিষয় শ্রবণ করিলে বৈরাগ্যানল তাঁহাদের মনে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। মান সম্ভ্রম, ধন সম্পত্তি, পদগৌরব কিছুই আর তাহাদিগের মনের শান্তি বিধান দিতে পারিল না। তাঁহারা 'কানাই নাটশাল' পর্য্যন্ত প্রভুর অনুগমন করিয়া তাঁহার আদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, কিন্তু কিছু দিবস পরেই নিতান্ত ব্যগ্রচিত্তে প্রভুর অনুসন্ধানার্থ নীলাচলে লোক পাঠাইয়া দিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন

যাত্রার কথা অবগত হইয়া শ্রীরূপ সমস্ত ধনসম্পত্তি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও কুটুম্ব-দিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ সহ প্রয়াগে প্রস্থান করিলেন। তথা হইতে সনাতনকে সমস্ত বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেন।

সনাতন পূর্ব্ব হইতেই বিষয় বন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সহসা কিরূপে রাজমন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন তাহার উপায় ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই। মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যে রাজা অসন্তুষ্ট হইলে তাঁহাকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া দিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। এই ভাবিয়া তিনি রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ অমনো-যোগিতা দেখাইতে লাগিলেন। এমন কি অধিকাংশ সময়ই অনুপস্থিত থাকিতেন। এই সময় যুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষে গৌড়াধিপতি হোসেন সাহাকে উড়িষ্যা যাইতে বাধ্য হইতে হয় বলিয়া তিনি সনাতনকে সমস্ত ভার গ্রহণের জন্য ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এহেন সঙ্কট সময়ও সনাতন রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সম্মত হইল না। তখন যবনরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া উড়িষ্যায় গমন করিলেন।

চৈতন্যের কাশীতে চন্দ্রশেখর ভবনে অবস্থান কালীন রূপের পত্র সনা-তনের হস্তগত হয়। তিনি বন্দী অবস্থায় পত্র পাইয়া উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং অনেক কাকুতি মিনতি সহকারে কারারক্ষককে কয়েক সহস্র মুদ্রার প্রলোভনে বশীভূত করিয়া ভৃত্য ঈশানসহ রজনীযোগে কারাগার হইতে পলায়ন করেন। ঈশানের নিকট কয়েকটী স্বর্ণ মুদ্রা থাকায় পথিমধ্যে পাতড় পর্ব্বতের নিকট, এক জন দস্যু তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করে। তদনন্তর তিনি দস্যুকে স্বর্ণ মুদ্রাগুলি অর্পণ পূর্ব্বক ঈশানকে প্রত্যাগমনের জন্য বিদায় দিয়া একাকী উদাসীন বেশে বৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে রূপ প্রয়াগতীর্থে গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গৌরাঙ্গও তাঁহার পবিত্র হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তি-কল্প-তরুর মহাবীজ রোপণ করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইবার জন্য বলিয়া দিলেন এবং স্বয়ং বারাণসী ধামে চলিয়া আসিলেন।

এই কাশীতেই সনাতন আসিয়া গৌরাঙ্গের চরণতলে আশ্রয় লইলেন। চৈতন্যও তাঁহাকে স্বীয় সুবিস্তৃত হৃদয়ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া দুই মাস ক্রমাগত ভক্তি শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং কিরূপে বৈষ্ণব স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তৎসমুদায়ও বুঝাইয়া দিলেন। পরে শ্রীরূপ বৃন্দাবন গিয়াছে জানিয়া চৈতন্যের আদেশানুসারে সনাতন বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় গিয়া শুনিলেন যে, শ্রীরূপ তাঁহার অন্বেষণার্থে অন্য পথ দিয়া কাশীধামে গমন করিয়াছেন। এক সময়ে যিনি গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন পরে ভাগ্য বিপর্য্যয়ে মুসলমানাধিপতি কর্ত্তৃক জাতিভ্রষ্ট হওয়ায় বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যের হরি নাম সুধা পানে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন সেই সুবুদ্ধি রায় সনাতনকে আদরে স্বগৃহে স্থান দান করিলেন। সনাতনই এইখানে থাকিয়া মথুরা-মাহাত্ম্য গ্রন্থ সংগ্রহ ও লুপ্ত তীর্থ প্রথম প্রকাশিত করেন। এদিকে শ্রীরূপ বারাণসীতে সনাতনকে না পাইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আইসেন এবং বৃন্দাবন লীলা নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে উভয় ভ্রাতা মিলিত হইয়া একত্রে বৃন্দাবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র ও মন্ত্রশিষ্য জীবগোস্বামীও এই সঙ্গে থাকিয়া ও যথোচিত শিক্ষা লাভ করিয়া, ষট্‌সন্দর্ভ, ক্রম সন্দর্ভাদি বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেন। ফলতঃ ইহাঁদিগকেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদব্যাস বলিয়া কীর্ত্তিত করা যাইতে পারে। অধিকন্তু, পশ্চিমাঞ্চলে রূপ সনাতনই শ্রীচৈতন্যের ভক্তি স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ইহারা অষ্টপ্রহর সময়ের মধ্যে চারি দণ্ড কাল নিদ্রা ও দণ্ডেক মাত্র আহারাদিতে ব্যয় করিতেন; অবশিষ্ট কাল নামসঙ্কীর্ত্তন, ভক্তিশাস্ত্রপ্রণয়ন ও হরিনামপ্রচারে নিয়োজিত রাখিতেন।

ইতিমধ্যে রূপগোস্বামী ও সনাতন এক একবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সময়ে জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। তখন গৌড় দেশস্থ ভক্তবৃন্দ তথায় সমাগত হইলে গৌরাঙ্গ তাহাদিগের সহিত রূপ ও সনাতনের আলাপ পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহারা রূপ সনাতনের বিবরণ পূর্ব্বেই কতক কতক শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এক্ষণে তাঁহাদিগকে একে একে সম্মুখে দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

রূপ গোস্বামী নীলাচল গমন করিয়া প্রায় ছয়মাসেরও অধিক কাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ফিরিয়া আইসেন। বিদায় কালীন চৈতন্যদেব বলিয়া দিলেন যে, ব্রজপুর বাসী হইয়া প্রেমতত্ত্ব প্রচার কর। রূপ গোস্বামী রসামৃত-সিন্ধুসার গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্ব ও উজ্জ্বল নীলমণিতে রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রকাশ করেন।

সনাতন শ্রীক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক যবন হরিদাসের ন্যায় আপনাকে অস্পৃশ্য জ্ঞানে সতত ম্রিয়মাণ ও সঙ্কুচিত থাকিতেন। অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গের সস্নেহ আলিঙ্গনে ও আদর সম্ভাষণে তাঁহার মনের গ্লানি দূরীভূত হয়। চৈতন্যের অনুরোধে প্রায় বৎসরদ্বয় তথায় অবস্থান করিয়া দোলযাত্রার উৎসব সমাপ্ত হইলে সনাতন বৈরাগী বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সনাতনের ভাগবতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণতত্ত্ব, সিদ্ধান্তসারে বৃন্দাবনলীলা, হরিভক্তি বিলাসে বৈষ্ণবগণের নিত্যকর্ম্ম বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থ ইহাদের কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল।

কাশীধামে দণ্ডী পরাজয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাশীধামে উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ দণ্ডী সন্ন্যাসী ও পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহার মাহাত্ম্য অনুধাবন করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ যেখানে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের তুমুল কোলাহল সর্ব্বদাই মায়াবাদীদিগকে ধর্ম্মাড়ম্বরপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল সেখানে শ্রীচৈতন্যের আড়ম্বরশূন্য ভক্তিতত্ত্ব কিরূপে স্থান পাইবে? অবশেষে একদিন সেই পূর্ব্ব কথিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বীয় গৃহে কাশীধামস্থ সমস্ত দণ্ডী, সন্ন্যাসী, পরমহংসাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। চৈতন্যও বিপ্রের আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া তথায় উপনীত হইলেন। দণ্ডীশ্রেষ্ঠ প্রকাশানন্দ স্বামীও সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের তেজোময় দেহলাবণ্য, অলৌকিক মুখকান্তি সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে সভামধ্যে লইয়া আসিলেন। চৈতন্য প্রথমে দীনতা প্রকাশ পূর্ব্বক এক পার্শ্বে হীন ভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। এক্ষণে প্রকাশানন্দের অনুরোধে সভামধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গের উচ্ছসিত প্রেম প্রবাহের মধুময় ধারায়, বিনয় নম্র বচনসহ সুকোমল ব্যবহারের আকর্ষণী গুণে এবং শ্রীমুখ বিনিঃসৃত যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র কথায় ভক্তিময়ভাবে সকলেই বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। নীরস মায়াবাদের মধ্যে হৃদয়স্পর্শী প্রেম তুফানের আলোড়নে সকলে কেমন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। স্বয়ং প্রকাশানন্দ প্রেমরসে বিগলিত হইয়া শিষ্যবর্গসহ হরি হরি ধ্বনিতে সভাস্থল মাতাইয়া তুলিলেন, শ্রীচৈতন্যের চরণ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শ্রীচৈতন্য কাশীধামের মায়াবাদ রূপ উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে হরিভক্তির অনন্ত প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া হরিনামের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া পুনরায় নীলাদ্রিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের শেষ লীলা।

প্রভুর বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ গৌড়দেশে প্রেরিত হইলে তথাকার ভক্তবৃন্দ পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিলেন। তাঁহারা প্রতি বৎসরই এই সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম পূর্ব্বক দলে দলে শ্রীক্ষেত্রে যাতায়াত করিতেন। কাঁচড়াপাড়াবাসী পরমোৎসাহী শিবানন্দ সেন গৌরভক্তদিগের পথপ্রদর্শক ছিলেন। রথোৎসবের সময় চারিমাস কাল ভক্তগণ বহুবিধ লীলাসন্দর্শনে গুরুসহবাসে অতিবাহিত করিতেন।

সাধক শ্রেষ্ঠ হরিদাস পুরীতে বাসকালীন ক্রমশঃ স্থবির হইয়া পড়েন। অবশেষে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে চৈতন্যদেব ভক্তগণ সঙ্গে তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পুণ্যাত্মা হরিদাস হরিসংকীর্ত্তনের মধ্যে নিজের জীবনবায়ু মিশাইয়া দিলেন। প্রাণবায়ু দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্তধামে চলিয়া গেল। চৈতন্যদেব সেই মৃতদেহের যথানুরূপ সংকার বিধান করিয়া সমাধিকার্য্য সমাপনান্তে স্নান পূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতঃ হরিদাসের মহোৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দের ধর্ম্ম প্রচার।

এদিকে নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের আদেশে বঙ্গদেশে হরিভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। পাণিহাটী গ্রামে তাঁহার প্রথম প্রচার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নানা জাতীর নরনারীকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সুবর্ণবণিক্ সমাজ তাঁহারই শিষ্য। উদ্ধরণ দত্ত নামক একজন সম্ভ্রান্ত ধনবান সুবর্ণবণিক প্রথমে নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক স্বকীয় সমাজ মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষরূপে বিস্তারিত করেন। অনন্তর নিত্যানন্দ শিষ্যবর্গের অনুরোধে সন্ন্যাসীবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেশ ভূষা ধারণ করিয়াছিলেন। অবশেষে অদ্বৈত ও শ্রীবাসাদির উদ্যোগে নিত্যানন্দের সহিত নবদ্বীপের উত্তর বড়গাছি গ্রামের সন্নিকটস্থ সালিগ্রামস্থিত পণ্ডিত সূর্য্যদাস সরখেলের বসু ও জাহ্নবীনাম্নী কন্যাদ্বয়ের পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। নিত্যানন্দ ঠাকুর এই বিবাহের ফলে বীরভদ্র নামে এক পুত্র ও গঙ্গা নাম্নী এক কন্যা লাভ করেন।

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান।

পরিশেষে শ্রীচৈতন্যের বিরহোন্মাদ ক্রমশঃ বড়ই বাড়িয়া উঠিল। একদিন তিনি রাত্রিতে ভাবাবেশে মত্ত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হন, পরে ধীবর জালে আবদ্ধ হইয়া তীরে উত্তোলিত হইয়াছিলেন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণসহ সম্মিলনাকাঙ্ক্ষায় চূড়ান্ত সময়ে গদাধর পণ্ডিতের আশ্রম হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। কথিত আছে, তিনি গদাধরের গৃহে গোপীনাথ মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক সেই বিগ্রহের দেহে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক সে বিষয়ের আন্দোলনে কোন ফল নাই; ১৪৫৫ শকে অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ

বয়সে মহাপ্রভুর মর্ত্তলীলা সমাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি যে হরিভক্তিরূপ সুধাময় বৃক্ষের অক্ষয় বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। কত শতাব্দী অতীত হইয়া গেল। এখনও তাহার অমৃত ফল উপভোগ করিয়া কত শত পাপী পরিত্রাণ পাইয়া যাইতেছে। সেই কল্পতরুর নিকট প্রকৃত প্রাণ খুলিয়া যে যাহা চাহিতে পারে সে তাহাই লাভ করিতে সমর্থ হয়। পাঠক! আইস, আমরাও সকলে মিলিয়া হরিভক্তিরূপ মহাপাদপের আশ্রয় তলে উপবিষ্ট হই, এবং এই জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসারের মাঝে শান্তি সুধার আস্বাদন পাইয়া কৃত কৃতার্থতা লাভ করি।

Published by U. K. Ghose from 106/3 Cornwallis Street, and printed by Satya Charan Sirkar at the Guru Press No. 4 Sukea's Street, Calcutta.